বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১-২২

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

www.molwa.gov.bd

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উপদেষ্টা

জনাব আ.ক.ম. মোজাম্মেল হক, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

নির্দেশনায়

জনাব খাজা মিয়া, সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধায়নে

জনাব রঞ্জিত কুমার দাস, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

জনাব কামরুন নাহার, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সম্পাদনায়

জনাব মোঃ মোফাজ্জল হোসেন, যুগ্মসচিব (গেজেট), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সহযোগিতায়

জনাব দেবাশীষ নাগ, যুগ্মসচিব (প্রশাসন), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ডা . মু. আসাদুজ্জামান, উপসচিব (বাজেট), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ড. অমিতাভ চক্রবর্তী, উপসচিব (উন্নয়ন), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

জনাব শবনম মুস্তারী রিক্তা, উপসচিব (ইতিহাস সংরক্ষণ, গবেষণা ও প্রকাশনা), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, উপসচিব (প্রশাসন), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

জনাব মোহাম্মদ সানোয়ার হোসেন, মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

জনাব আসিফ মাহমুদ, সচিবের একান্ত সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

জনাব সুফি আব্দুল্লাহিল মারুফ, সিনিয়র তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

জনাব মোঃ আবু সাঈদ রেজা, সহকারী লাইব্রেরিয়ান, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রকাশনায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সরকারি পরিবহন পুল ভবন, সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা-১০০০।

প্রকাশনাকাল ফেব্রুয়ারী ২০২৩

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

২০২১-২২ অর্থবছরে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম ও সাফল্য নিয়ে এ মন্ত্রণালয় হতে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ২৩ বছরের মুক্তিসংগ্রাম এবং বীরত্বপূর্ণ মহান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহিদ ও ২ লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ বাঙালি জাতির ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন। দেশ স্বাধীন হবার পর বঙ্গবন্ধু যখন একটি গণতান্ত্রিক, আধুনিক ও অসাম্প্রদায়িক দেশ গঠনের লক্ষ্যে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছিলেন, সে মুহূর্তে স্বাধীনতা বিরোধীদের ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তাঁকে সপরিবারে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। এ বর্বরোচিত হত্যাকান্ডের মাধ্যমে দেশে অসাংবিধানিক অপশাসন-দুঃশাসনের এক কালো অধ্যায়ের সূচনা হয়। সে কালো অধ্যায় হতে দেশকে মুক্ত এবং বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করার জন্য বঙ্গবন্ধুর রক্ত ও আদর্শের উত্তরাধিকার, বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন।

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর জাতীয় জীবনের সব ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের মূল আদর্শ ও চেতনা পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শকে রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রধান প্রতিষ্ঠান হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। বীর মুক্তিযোদ্ধা, খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের সার্বিক কল্যাণ এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও ইতিহাস সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক সার্বিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম ও সাফল্য নিয়ে প্রকাশিত এ প্রতিবেদনে তার পূর্ণ প্রতিফলন হবে বলে আমার বিশ্বাস।

নবপ্রজন্ম এবং সুধীজনের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানার আগ্রহ এখন তীব্রতর হচ্ছে। এ আগ্রহ ও সচেতনতা মন্ত্রণালয়ের প্রত্যককে আরও নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে অনুপ্রেরণা যোগাবে। তাছাড়া বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী মন্ত্রণালয় কতটুকু কার্য সম্পাদন করতে পেরেছে তার তুলনামূলক চিত্র এ প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হবে যা মন্ত্রণালয়ের বিগত অর্থবছরের কাজ মূল্যায়ন এবং আগামী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস।

এ প্রতিবেদন প্রকাশনার সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইলো আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

(আ.ক.ম. মোজাম্মেল হক, এম.পি)

সচিব
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেশবাসী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এদেশ স্বাধীন করেছে। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও স্মৃতি সংরক্ষণের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শকে রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। বীর মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ পরিবারের সদস্যদের সার্বিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক সার্বিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিভিন্ন জাতীয় দিবসের কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করে থাকে। এ মন্ত্রণালয় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রণয়ন, গেজেট প্রকাশ, সনদ ও প্রত্যয়ন প্রদান, সম্মানীভাতা প্রদান, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অধিকার এবং সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত নীতিমালা ও বিধি প্রণয়ন করে থাকে। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বধ্যভূমি, গণকবর, সম্মুখ সমরের স্থানসমূহ সংরক্ষণ, শহিদদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ, পাঠাগার ও জাদুঘর নির্মাণ, সকল জেলা ও উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণসহ বিভিন্ন প্রকল্প মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। মুজিব বর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রকল্পের মাধ্যমে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের মধ্য হতে সারাদেশে নির্বাচিত ৩০ হাজার অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের জন্য আবাসন "বীর নিবাস" নির্মাণ করা হচ্ছে। পাশাপাশি, বীর মুক্তিযোদ্ধাগণকে ডিজিটাল সার্টিফিকেট ও স্মার্ট আইডি কার্ড প্রদান এবং সুচিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ প্রশংসিত হচ্ছে।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট এবং জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। মহান মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস সংরক্ষণ এবং নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করণার্থে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এর মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সঠিক তালিকা প্রণয়নের লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কাজ করছে। ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের সেবা সমূহ যথাযথভাবে সম্পাদনের কর্মসূচিও হাতে নেয়া হয়েছে। এ সকল কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে অবিস্মরণীয় অবদানের জন্য বিদেশি নাগরিক/সংগঠনকে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রীয় সম্মাননা প্রদান করেছেন যা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রশংসিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আ.ক.ম মোজাম্মেল হক এমপি সার্বিক দিক নির্দেশনা, বিচক্ষণতা ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের সকল কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সফলভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করছেন। এ জন্য মাননীয় মন্ত্রীর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

গত ২০২১-২২ অর্থ বছরে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পাদিত সার্বিক কর্মকাণ্ডের বিবরণ বার্ষিক প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত হয়েছে। আমি আশা করি, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন জাতীয় কর্মসূচিসহ অন্যান্য কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষণ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শ বাস্তবায়ন এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ পরিবারের সদস্যদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা এ প্রতিবেদন থেকে পাওয়া যাবে। প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে এ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

খাজা মিয়া
সচিব

অধ্যায় -১
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১.০ । মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও স্মৃতি সংরক্ষণের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শকে রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কর্মসূচী ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। বীর মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ পরিবারের সদস্যদের সার্বিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক সার্বিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০০১ সনের ২৩ অক্টোবর মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠিত হয়। সর্বপ্রথম বর্তমান জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ভবনে ৩টি কক্ষে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম আরম্ভ হয়। মন্ত্রণালয়ের কাজের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত এবং মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের স্বাচ্ছন্দে সেবা প্রদানের সুবিধার্থে ২০০২ সালে বিআরটিএ ভবন, এলেনবাড়ি তেজগাঁও, ঢাকায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় স্থানান্তরিত হয়। পরবর্তীতে কাজের কলেবর ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান ঠিকানা, সচিবালয় সংযোগ সড়ক রোড, সরকারি পরিবহন পুল ভবনের ৬ষ্ঠ ও ৭ম তলায় গত ১০/১০/২০০৬ তারিখ হতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে।

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতার হার ১২ হাজার টাকা হতে ২০ হাজার টাকায় বৃদ্ধি করে ভাতা বাবদ ২০২১-২২ অর্থবছরে ৪৬৫৩.৩৫ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। খেতাবপ্রাপ্ত ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্য, বীরশ্রেষ্ঠ পরিবারসহ মৃত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের মধ্যে রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা বাবদ বিগত বছরে ৪৪০.৭৬ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, ভাতাভোগী প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে পবিত্র ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহাসহ অন্যান্য ধর্মীয় উৎসবাদি উদযাপনের নিমিত্ত ১০ হাজার টাকা হারে বছরে দুটি করে উৎসব ভাতা হিসেবে প্রায় ৬৩৮.০২ কোটি টাকা, পহেলা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ উদযাপনের লক্ষ্যে বাংলা নববর্ষ ভাতা ২ হাজার টাকা হিসেবে মোট ৪১.২৯ কোটি টাকা ও প্রত্যেক জীবিত ভাতাভোগী মুক্তিযোদ্ধাকে ৫ হাজার টাকা হারে বিজয় দিবস ভাতা হিসেবে মোট ৬০.২৭ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে জেলা ও উপজেলায় মোট ৪৬৪টি কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণসহ অস্বচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা / বীরাঙ্গনা/ শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা / প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধা স্ত্রী ও সন্তানদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য মুজিব বর্ষ এবং স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে ত্রিশ হাজার টি বাসস্থান (বীর নিবাস) নির্মাণে ৪১২২ কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, কার্যক্রম চলমান আছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ঘোষণা অনুযায়ী সেবা প্রত্যাশীদের দোরগোড়ায় সেবা প্রদানের অংশ হিসাবে ১৯৩৮৮৯ জন সম্মানী ভাতাভোগী মুক্তিযোদ্ধাকে ম্যানুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তে ডিজিটাল জিটুপি পদ্ধতিতে দ্রুততম সময়ে তাঁদের নিজ নিজ ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে ইএফটিতে সম্মানী ভাতা পরিশোধের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৫২৩১ (পাঁচ হাজার দুইশত একত্রিশ) জন বীর মুক্তিযোদ্ধার অনুকূলে গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে। ৬৯৭ (ছয়শত সাতানব্বই) জন বীর মুক্তিযোদ্ধার গেজেট সংশোধন করা হয়েছে এবং ৫২৪ (পাঁচশত চব্বিশ) জনের গেজেট বাতিল করা হয়েছে।

১.১ । মিশন

মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শ সমুন্নত রেখে বঙ্গবন্ধুর আজন্ম লালিত স্বপ্ন একটি সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণ।

১.২ । ভিশন

- মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস ও স্মৃতি সংরক্ষণ
- ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে রূপকল্প ২০২১ এর আলোকে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন
- মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের উত্তরসূরীগণের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তোলা।

১.৩। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সরকারি পরিবহন পুল ভবন, সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা।

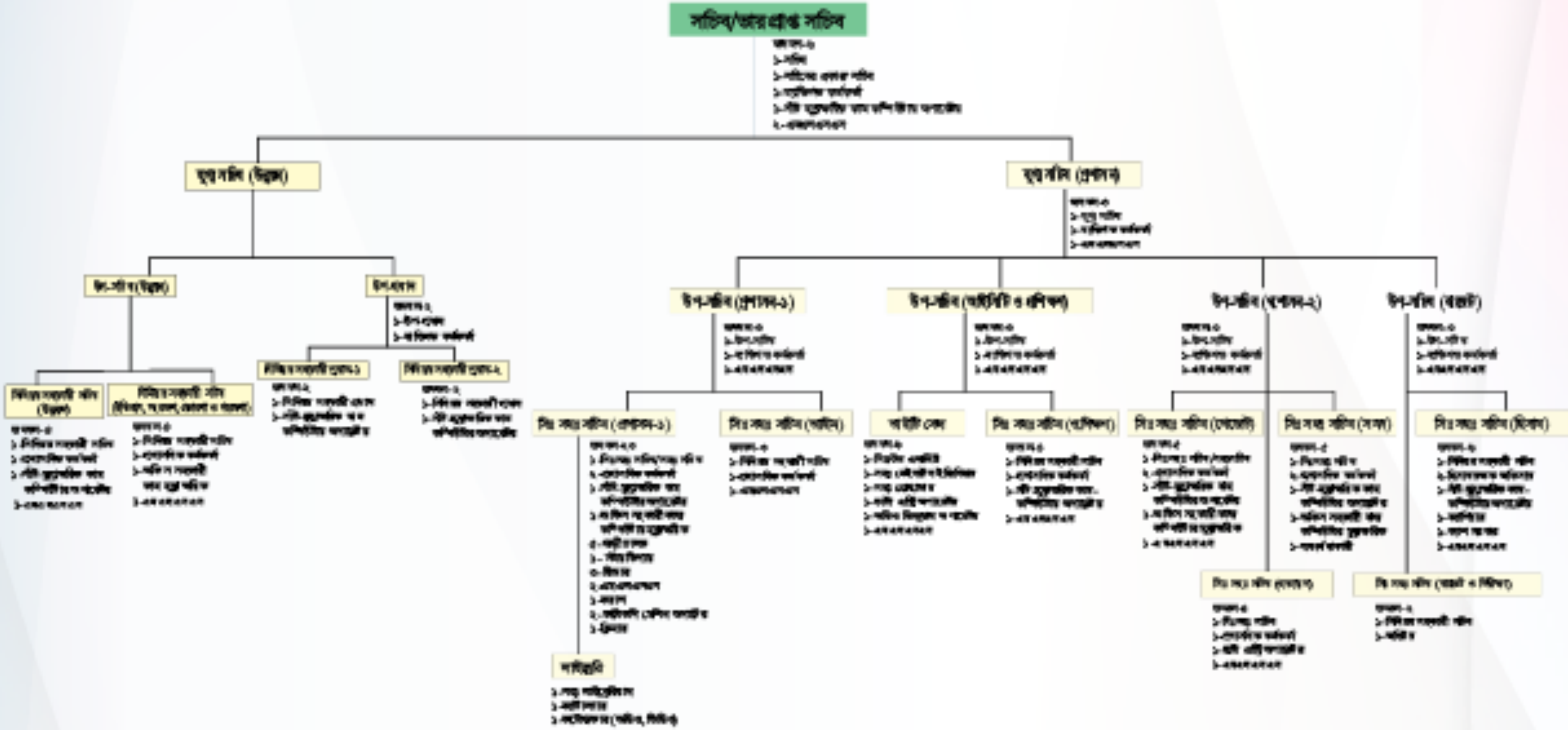

ক্রমিক	পদের নাম	বিদ্যমান পদ	নতুন অনুমোদিত পদ	মোট
১.	১ম শ্রেণী	১৩	১৩	২৬
২.	২য় শ্রেণী	১১	৯	২০
৩.	৩য় শ্রেণী	১১	১৬	২৭
৪.	৪র্থ শ্রেণী	১৪	১৩	২৭
	সর্বমোট	৪৯	৫১	১০০

১.৪ । বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা (রাজস্ব)

অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত	সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত
১০০	৮৪	১৬	-	সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার এবং সহকারী প্রোগ্রামার এর ০২টি পদ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি) কর্তৃক পূরণযোগ্য। পিএসসিকে বর্ণিত পদে জনবল পদায়নের অনুরোধ করা হয়েছে।

১.৫ । শূন্যপদের বিন্যাসঃ

অতিরিক্ত সচিব/ তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
		০২	০২	১০	০২	১৬

১.৬ । নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদানঃ

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
-	১০(দশ)	১০(দশ)	-	-	-	-

১.৭ । অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত)

(কোটি টাকায়)

অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
সংখ্যা	টাকার পরিমাণ		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ
২৫টি	৪.৫৮	১১টি	১০	০.৩৫	১৫টি	৪.২৩

১.৮ । প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যঃ

১.৮.১ । দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত)

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
২৯	৮৭৯

১.৮.২ । সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত)

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
০৯	২৫০ জন

১.৯। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন/ নিয়ন্ত্রনাধীন/ দপ্তর/সংস্থাঃ

- বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট
- জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল
- মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

এছাড়াও বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি প্রতিষ্ঠান।

২.০। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রধান কার্যাবলী

- বীর মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রণয়ন, গেজেট প্রকাশ ও ঘোষিত তালিকা সংরক্ষণ;
- বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পূর্ণাঙ্গ তথ্য সম্বলিত এম আই এস এর তথ্য নিয়মিত হালনাগাদকরণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ
- মুক্তিযোদ্ধাদের অধিকার ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন;
- বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা প্রদান;
- স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষণের জন্য নীতি প্রণয়ন ও যুদ্ধের দলিলাদি সংরক্ষণ;
- বীর মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট উপস্থাপন ;
- বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত এবং আধা-স্বায়ত্বশাসিত সংস্থায় মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের চাকরির কোটা সংরক্ষণ মনিটরিং;
- অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসন নির্মাণ, স্বাধীনতাযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ, মুক্তিযুদ্ধের বধ্যভূমি/গণকবর, সম্মুখ সমরের স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রকল্প গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন এবং
- যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, বিজয় দিবস, শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস, গণহত্যা দিবস এবং মুজিবনগর দিবস পালন।

৩.০। বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালন

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতি বছর যথাযোগ্য মর্যাদায় নিম্নের দিবসগুলো উদযাপন/পালনের জন্য জাতীয় কর্মসূচি প্রণয়ন করে। দিবসগুলো নিম্নরূপ:

- গণহত্যা দিবস
- মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস
- ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস
- শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস
- মহান বিজয় দিবস

এছাড়াও মুক্তিযুদ্ধে বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ মন্ত্রণালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য জাতীয় দিবস সমূহ উদযাপনের নানা কার্যক্রম গ্রহণ করে। দিবসগুলো উদযাপন/পালনের জন্য জাতীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়। কর্মসূচি উদযাপন/পালনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, ৯ পদাতিক ডিভিশন, সকল জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দিবস উদযাপনের কিছু চিত্র

৪.০। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মবন্টনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

৪.১। প্রশাসন

মূল কার্যক্রম

- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্ত সংস্থার প্রশাসনিক বিষয়াদি;
- এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ডের সার্বিক সমন্বয় ও তদারকি নিশ্চিতকরণ;
- প্রশাসন-১, বাজেট এবং বাজেট নিরীক্ষা এবং আইসিটি ও প্রশিক্ষণ অধিশাখার কর্মকাণ্ডের সার্বিক সমন্বয় ও তদারকি;
- রূপান্তর সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি;
- অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা পদে নিয়োগ, জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ, স্থায়ীকরণ, পদোন্নতি, দক্ষতা-বাঁধ অতিক্রম কার্যাবলী
- কর্মকর্তাদের পদায়ন ও বদলি;
- বি.সি. এস ক্যাডারের প্রশাসন সম্পর্কিত কার্যাদি;
- বিভিন্ন সমন্বয় সভা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- উচ্চতর শিক্ষা/প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দকে অনুমতি প্রদান;
- চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্তকরণ, শাস্তি প্রদান এবং শাস্তিমূলক বিষয়াদি সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ;
- কর্মকর্তাদের চলতি দায়িত্ব ও অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্ত দপ্তরের বাজেট প্রণয়ন, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ এবং মধ্যমেয়াদী বাজেট প্রণয়ন;
- মাননীয় মন্ত্রীর ঐচ্ছিক তহবিলের মঞ্জুরি সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত জাতীয় সংসদ বিষয়ক কার্যাবলী;
- পাবলিক একাউন্টস কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়ন;
- অনিষ্পন্ন বিষয়সমূহ সচিব মহোদয়কে অবহিতকরণ;
- বিভিন্ন অনুবিভাগের মধ্যে যথাযথ সমন্বয় সাধন;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভিন্ন সেবা সরবরাহ সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সকল ক্রয় এবং কনডেমনেশন সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- তথ্য অধিকার আইনের আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ এবং তত্ত্বাবধান;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানে/কমিটিতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি মনোনয়ন করা;
- মামলা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সকল কার্যবন্টন তালিকা প্রণয়ন ও পুনর্বিন্যাস;
- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ আদেশ পুনর্বিন্যাস;
- আদালতের রায় বাস্তবায়নের বিষয়ে আইন কোষের সাথে সমন্বয় সাধন;
- মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সংস্থার আইন, বিধি, প্রবিধানের খসড়া প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- বৈদেশিক ভ্রমণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতি কার্যক্রম সমন্বয়;
- অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের জন্য কোর্স ফি পরিশোধ সংক্রান্ত;
- ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- ই-ফাইলিং সংক্রান্ত কার্যক্রম।

৪.২। বাজেট

৪.২.১। মূল কার্যক্রম

- বাজেট এবং নিরীক্ষা কর্মকাণ্ডে সার্বিক সমন্বয় ও তদারকি নিশ্চিত করণ;
- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এবং অধীনস্থ দপ্তরের বাজেট প্রণয়ন, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ এবং মধ্যমেয়াদী বাজেট প্রণয়ন;
- পুনঃউপযোজনের প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ এবং অনুমোদনের জন্য অর্থ বিভাগে প্রেরণ;
- বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল ও বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের বাজেট ও নিরীক্ষা কার্যক্রম;
- বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল ও বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের জন্য বাজেট বরাদ্দ ও প্রদান;

❖ বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের সম্মানী ভাতা ও অন্যান্য ভাতা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
❖ মৃত মুক্তিযোদ্ধাগণের দাফন কাফন এবং সৎকার সংক্রান্ত কার্যক্রম;
❖ পাবলিক একাউন্টস কমিটির কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যাদি;
❖ অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাব এবং দ্বিপক্ষীয় অডিট আপত্তি/ত্রিপক্ষীয় অডিট কমিটির সুপারিশ স্থানীয় ও রাজস্বঅডিট/সিভিল অডিট বাণিজ্যিক অডিট অফিসে প্রেরণ;
❖ পেনশন প্রদানের সুবিধার্থে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অডিট আপত্তির দা-দাবি সনদপত্র প্রদান;
❖ বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সাথে শাখার সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম;
❖ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অংশ হিসেবে মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যগণকে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম।

৪.২.২। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

❖ মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা প্রদান কার্যক্রম:

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে ০৮(আট) টি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। এ প্রকল্পসমূহের জন্য ৫৮৭৮৭০.২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। বরাদ্দকৃত অর্থে ৭৪২৭৪৮ জন ও ১৯,৮৩৬ টি পরিবার উপকৃত হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ০৮(আট) টি কর্মসূচির মাধ্যমে ৩৫৩২২৯.৫১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৯,৮৩৬ টি পরিবার ও ৬৮৬৭২৪ জন উপকৃত হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরের এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদানকৃত ভাতার তথ্য নিম্নরূপ :

ক্রমিক	ভাতার ধরণ	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০২১-২০২২)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)
১।	মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা	১,৯৩,৮৮৯ জন উপকার ভোগীকে ইএফটি প্রক্রিয়ায় সম্মানী ভাতা বিতরণ করা হয়েছে।	৪৬৫৩৩৫.০০
২।	যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ও মৃত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা	১১,৯৯৮ টি পরিবার	৪৪০৭৬.০০
৩।	অসচ্ছলমুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচির অধীনে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান	২৪০০ জন	২০০.০০
৪।	রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতাভোগী যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ও মৃত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ৭ জন বীরশ্রেষ্ঠ পরিবার ও তারামন বিবি বীরপ্রতীকের পরিবারের সদস্যদের রেশন সুবিধা	৭৮৩৮ টি পরিবার	২৭২৯.০০
৫।	খেতাব প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা এবং ১০ হাজার টাকা হারে ০২টি উৎসব ভাতা (বীরশ্রেষ্ঠ-৩০,০০০/-, বীর উত্তম-২৫,০০০/- বীর বিক্রম-২০,০০০/- এবং বীর প্রতীক-১৫,০০০/- টাকা মাসিক)	৫৮৭জন	১৫৭২.০০
৬।	মুক্তিযোদ্ধাদের (সাধারণ, খেতাবপ্রাপ্ত, যুদ্ধাহত ও শহিদ পরিবার) জন্য বাংলা নববর্ষ ভাতা (মাসিক জনপ্রতি ২,০০০/ টাকা)	২১২৬৭৪ জন/পরিবার	৪১২৯.০০
৭।	মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য উৎসব ভাতা (জনপ্রতি ১০,০০০/- টাকা হারে বছরে ০২ টি উৎসব ভাতা)	২১২৬৭৪ জন/পরিবার	৬৩৮০২.২০
৮।	জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য মহান বিজয় দিবসভাতা (জনপ্রতি ৫,০০০/ টাকা)	১২০৫২৪ জন	৬০২৭.০০
		৭৬২৫৮৪ জন/পরিবার	৫৮৭৮৭০.২০

❖ বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী:

- বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পোষ্যদের আত্মকর্মশীল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণসহ আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হচ্ছে।

- বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মৃত্যুতে সরকারিভাবে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন এবং প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মৃতদেহ সমাহিত, সৎকার ও পরিবহণের জন্য তাৎক্ষণিক ব্যয় নির্বাহের নিমিত্ত অনুদান প্রদান করা হয়।

৪.৩ হিসাব

৪.৩.১। মূল কার্যক্রম

- হাট-বাজারের ৪% অর্থের হিসাব সংরক্ষণ;
- মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে হাট-বাজারের অর্থ বরাদ্দ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- হাট-বাজারের অর্থ ব্যবহার সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন/পরিবর্তন/পরিমার্জন/পরিবর্ধন;
- মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা কর্মচারীগণের মাসিক বিল প্রস্তুতির কার্যক্রম সমন্বয়;
- মন্ত্রণালয়ের যাবতীয় ক্যাশ বহি রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সমন্বয়;
- বাজেট প্রণয়ন কাজে সহায়তা প্রদান;
- মন্ত্রণালয়ের অডিট আপত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সাথে শাখার সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম।

৪.৩.২। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকার দেশের সকল হাসপাতাল ও বারডেম হাসপাতালসহ ১৫টি বিশেষায়িত হাসপাতালে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বিনা খরচে চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে দেশের সরকারি হাট-বাজার ইজারালব্ধ আয়ের ৪% অর্থের তহবিল হতে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত ১১.০০ (এগারো কোটি) টাকা বরাদ্দ প্রদান করেছে। এতদউদ্দেশ্যে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও বারডেম হাসপাতালের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। যার ফলে বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ সকল সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা পাচ্ছেন। পাশাপাশি বারডেম হাসপাতালেও চিকিৎসা সুবিধা পাচ্ছেন।

বিশেষায়িত হাসপাতালের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

৪.৪ । আইসিটি

৪.৪.১ । মূল কার্যক্রম

- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক নির্দেশিত আইসিটি কার্যক্রম সম্পাদন;
- বীর মুক্তিযোদ্ধাদের তথ্য সম্বলিত ডাটাবেইজ এম আই এস (MIS) ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বিত তালিকা প্রস্তুত সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তথ্য বাতায়ন নিয়মিত হালনাগালকরণ;
- বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (APA) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতিমনিটরিং সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়;
- মন্ত্রণালয়ের ই-নথি সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- মাইগভ প্লাটফর্মের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের সকল নাগরিক সেবা ডিজিটাইজডকরণ ও মাইগভ এর মাধ্যমে প্রাপ্ত আবেদন নিষ্পত্তিকরণ ও মাইগভ ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে প্রাপ্ত আবেদনসমূহের মনিটরিং;
- আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ;
- মন্ত্রণালয়ে স্থাপিত Local Area Network (LAN) রক্ষণাবেক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও এর পরিধি পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- ইন হাউজ সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট;
- সার্ভার সংক্রান্ত কার্যক্রম ও বিসিসি এর সাথে সার্ভার রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত যোগাযোগ;
- ইন্টারনেট সংযোগ ও নিয়মিতভাবে অফিস সময়ে ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিতকরণ;
- মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মচারীদের দাপ্তরিক কাজে প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার সংক্রান্ত সহযোগিতা প্রদান;
- বীর মুক্তিযোদ্ধাদের তথ্য সম্বলিত ডাটাবেইজ (ff.molwa.gov.bd) ভারতীয় তালিকা, লালমুক্তিবার্তা ও বিভিন্ন গেজেটের তথ্য তথ্য বাতায়নে এন্ট্রি, সংশোধন ও গেজেট বাতিলের তথ্য প্রকাশকরণ;
- মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মচারীদের তথ্য সংরক্ষণ (বিদেশ ভ্রমণের তথ্যসহ) ও হালনাগাদকরণ;
- মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের দাপ্তরিক কাজের জন্য ইমেইল আইডি ও পাসওয়ার্ড সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- আইসিটি বিষয়ক ক্রয় কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান;
- ভার্চুয়াল সভার আয়োজন এবং এ সংক্রান্ত কারিগরি সহায়তা প্রদান;

৪.৪.২ । উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বীর মুক্তিযোদ্ধাদের তথ্য সম্বলিত ডাটাবেইজ এম আই এস (MIS) কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন;
- প্রথম মন্ত্রণালয় হিসেবে মাইগভ প্লাটফর্মের মাধ্যমে ডিজিটাইজডকৃত সেবাসমূহের শুভ উদ্বোধন;
- বীর মুক্তিযোদ্ধাদের তথ্য সম্বলিত ডাটাবেইজ এম আই এস (MIS) এর লক্ষ্যে সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সোনালী ব্যাংক ও মহানগরের জন্য ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড প্রদান;
- বীর মুক্তিযোদ্ধাদের গেজেট সংক্রান্ত ১০২৫টি প্রজ্ঞাপন তথ্যবাতায়নে প্রকাশ;
- বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বিত তালিকা(১ম পর্ব, ২য় পর্ব, ৩য় পর্ব, ৪র্থ পর্ব ও উপজেলা ভিত্তিক) প্রস্তুত ও তথ্যবাতায়নে প্রকাশ;
- মাইগভের মাধ্যমে অনলাইনে তথ্য সংশোধনের জন্য প্রাপ্ত ৯৭টি আবেদন নিষ্পত্তিকরণ;
- মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের তথ্য ও প্রমাণক সংরক্ষণ করার জন্য একটি সফটওয়্যার প্রস্তুতকরণ;
- মন্ত্রণালয়েরহাট-বাজারের ৪% অর্থ প্রাপ্তির তথ্য ও প্রাপ্ত চেকের তথ্য সংরক্ষণ ও মনিটরিং এর জন্য একটি সফটওয়্যার প্রস্তুতকরণ;
- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জন্য উচ্চগতির Internet সহ Local Area Network (LAN) স্থাপনকরণ;
- মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী তথ্য বাতায়নের সেবাবক্স হালনাগাদকরণ;
- বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি, উদ্ভাবন, আইন/বিধিমালা, অভিযোগ ব্যবস্থাপনা, শুদ্ধাচার সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিবেদন তথ্য বাতায়নে আপলোড।

চিত্র: ডিজিটাইজেশন কাজ উদ্বোধনে মাননীয় মন্ত্রী জনাব আ.ক.ম. মোজাম্মেল হক, এমপি ও মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)

বার্ষিক কর্মসম্পাদনের চুক্তির কৌশলগত উদ্দেশ্য:

- বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণ;
- বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ এবং দেশাত্মবোধ শক্তিশালীকরণ
- মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও স্মৃতি সংরক্ষণ
- প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ

বিগত বছরের এপিএ বাস্তবায়নের ফলাফল

অর্থবছর	অর্জিত নম্বর
২০১৭-১৮	৯৬.৩০
২০১৮-১৯	৯৩.৯৬
২০১৯-২০	৯০.৮৮
২০২০-২১	৭৩.৮৫
২০২১-২২	৭৬.৩২

এপিএ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

৪.৫। আইন

৪.৫.১। মূল কার্যক্রম

- এ মন্ত্রণালয়কে পক্ষ করে দায়েরকৃত রিট মামলা সমূহের আরজি এবং উক্ত রিট হতে উদ্ভূত আপীল মামলাসমূহের উপর সংশিষ্ট শাখা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত জবাব/তথ্য বিবরণী এবং আপীল গ্রাউন্ডস সংগ্রহপূর্বক আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে সলিসিটর উইং এর কার্যালয়ে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ ও ওকালতনামা দাখিল;
- মন্ত্রণালয়সমূহের সাথে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে দায়েরকৃত মামলা এবং উক্ত মামলা হতে উদ্ভূত প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালে দায়েরকৃত আপীলসমূহের ক্ষেত্রে দফাওয়ারী জবাব/সংশ্লিষ্ট শাখা/দপ্তর হতে সংগ্রহ পূর্বক আদালতে দাখিলের ব্যবস্থা করা;
- আদালত অবমাননা মামলার কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট শাখা/দপ্তর হতে তথ্য বিবরণী সংগ্রহের ব্যবস্থা গ্রহণ ও নিয়োজিত আইনজীবীর কাছে প্রেরণ এবং একই সাথে ধার্য্য তারিখে উপস্থিত থেকে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মামলার প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রয়োজনে সময়ের আবেদন করা, অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস কর্তৃক নিয়োজিত আইনজীবীকে তথ্য সরবরাহ করা এবং প্রয়োজন হলে আদালতে উপস্থিত থাকা;
- যেসব মামলায় সরকারের বিপক্ষে Rule Absolute হয় সেসব ক্ষেত্রে Leave to Appeal দায়েরের ব্যবস্থা করা এবং পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট শাখা/দপ্তর হতে Appeal grounds with overall comments সংগ্রহ করে সলিসিটর DBs-এ প্রেরণ;
- উপযুক্ত রীট/আপীল/আদালত অবমাননা/এটি মামলা সমূহের কার্যকর প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য যথাযথ পরিবীক্ষণ (মনিটরিং) এর ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখা/দপ্তর হতে প্রস্তুতকৃত খসড়া জবাব প্রাপ্তির পর তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সচিব মহোদয়ের অনুমোদন গ্রহণ করে সলিসিটর উইং-এ প্রেরণ এবং এ বিষয়ে অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ রাখা;
- আইনের বিধান সমূহকে বাংলা ভাষায় রূপান্তরের উদ্দেশ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষের সাথে সমন্বয় করা;
- এ মন্ত্রণালয় এবং এ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সংস্থার আইন, বিধি, প্রবিধানের নীতিমালা খসড়া প্রণয়ন, সংশোধন ও যুগোপযোগীকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সাথে শাখার সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম।

৪.৫.২। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল আইন, ২০২২ চূড়ান্ত করা হয়েছে।
- ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১৮ টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

৪.৬। অডিট

৩.৬.১। মূল কার্যক্রম

- মন্ত্রণালয়ের অডিট আপত্তি সমূহের ব্রডশীট জবাব প্রস্তুত করা;
- অধীনস্থ দপ্তরসমূহের অডিট আপত্তি সমূহের ব্রডশীট জবাব সংগ্রহ করা এবং অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ;
- প্রকল্প সমূহের অডিট আপত্তি ব্রডশীট জবাব সংগ্রহ করা এবং অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ;
- মাসিক সমন্বয় সভায় আগত অডিট আপত্তি সমূহ এবং নিস্পত্তিকৃত অডিট আপত্তির রিপোর্ট পেশ;
- নিয়মিত অডিট আপত্তি সমূহের দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় সভার আয়োজন।

৪.৬.২। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

২০২১-২২ অর্থ বছরে ১০ অডিট আপত্তি নিস্পত্তি করা হয়েছে।

৪.৭। প্রশিক্ষণ

৪.৭.১। মূল কার্যক্রম

- মন্ত্রণালয় ও নিয়ন্ত্রণাধীন সংস্থার কর্মকর্তা কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার প্রস্তুতকরণ;
- মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা কর্মচারীগণের ক্যালেন্ডার মোতাবেক প্রশিক্ষণ প্রদান;
- নিয়ন্ত্রণাধীন সংস্থার কর্মকর্তা কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণ মনিটরিং করা;
- প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত এপিএ সম্পর্কিত আপডেট প্রদান;
- ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত;
- বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সাথে শাখার সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম।

৪.৭.২। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

২০২১-২২ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ের ৯৫ কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ৫০.২৭ ঘন্টার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

❖ নতুন ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী মুক্তিযোদ্ধা সন্তান স্কলারশীপ স্কিম

২০২১-২২ অর্থবছরে "নতুন ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী মুক্তিযোদ্ধা সন্তান স্কলারশীপ " আওতায় ভারতীয় হাইকমিশন কর্তৃক বৃত্তি প্রদানের জন্য অত্র মন্ত্রণালয় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ১০০০ জন এবং স্নাতক পর্যায়ে ১০০০ জন ছাত্র- ছাত্রীর আবেদনসহ তালিকা সুপারিশপূর্বক ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত স্কিমটি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ভারতীয় দূতাবাসের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়।

❖ বীর মুক্তিযোদ্ধাকে চিকিৎসা সেবাদান স্কিম

২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ৩৩ জনবীর মুক্তিযোদ্ধাকে ভারত সরকারের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশের এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে। এই চিকিৎসা সেবা দান স্কিম মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ভারতীয় দূতাবাসের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়।

❖ মহান বিজয় দিবস উদযাপনের নিমিত্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় সফরে ভারতে প্রেরণ

২০২১-২২ অর্থবছরে ভারত সরকারের নিমন্ত্রণে ভারতে মহান বিজয় দিবস উদযাপনের নিমিত্ত মোট ৩০ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা (স্ত্রীসহ মোট ৬০জনকে) রাষ্ট্রীয় সফরে ভারতে প্রেরণ করা হয়েছে।

৪.৮। পরিকল্পনা

৪.৮.১। মূল কার্যক্রম

- ❖ প্রকল্পের ধারণাপত্র তৈরিসহ পিডিপিপি/টিএপিপি/ডিপিপি যাচাই-বাছাই পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও অগ্রায়ন;
- ❖ নতুন প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের কার্যক্রম সম্পাদন;
- ❖ প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পাদন;
- ❖ এডিপি পর্যালোচনা সভার ব্যবস্থাপনা;
- ❖ প্রকল্পের পিএসসি, পিআইসি সহ যাবতীয় সভা ব্যবস্থাপনা;
- ❖ এডিপিতে অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজনীয় অনুমোদন;
- ❖ বিভিন্ন প্রকল্পের বিষয় প্রকল্প দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক তৈরীকৃত প্রতিবেদন পরিবীক্ষণ ও পরামর্শসহ প্রয়োজনে বাস্তবায়ন অধীন সংস্থাসমূহকে সুপারিশ;
- ❖ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ও জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (জামুকা)'সহ এ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অফিস ও সংগঠনের প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ;
- ❖ মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অফিস ও সংস্থার উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
- ❖ প্রকল্প সংক্রান্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- ❖ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, আইএমইডি, অর্থ বিভাগ, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ এবং পরিকল্পনা কমিশনের সাথে সার্বিক সমন্বয়;
- ❖ প্রকল্প সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির এ বিষয়ে সহযোগিতা প্রদান;
- ❖ প্রকল্পের আওতায় বিদেশ প্রশিক্ষণ/সফর সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম।

৪.৯। ইতিহাস সংরক্ষণ, গবেষণা ও প্রকাশনা

৪.৯.১। মূল কার্যক্রম

- মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষণসংক্রান্ত এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম;
- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ও বঙ্গবন্ধুর উপর রচিত বই ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বই প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত ও ক্রয়কৃত বইয়ের তালিকা সংরক্ষণ;
- নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বই বিতরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কাজের প্রতিবেদন প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সাথে অধিশাখা/শাখার সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম;
- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ও বঙ্গবন্ধুর উপর রচিত বই ক্রয় ও বিতরণ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও হালনাগাদ করণ।

৪.৯.২। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণ এবং নতুন প্রজন্মের নিকট মহান মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস ও বঙ্গবন্ধুর জীবনাদর্শ তুলে ধরার লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয় হতে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি লাইব্রেরি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক ও বঙ্গবন্ধুর উপর রচিত বই বিতরণ করা হয়েছেঃ

অর্থবছর	লাইব্রেরি/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	বিতরণ কৃত বই
২০১৭-১৮	১৬১ টি	৭,৯৩৯
২০১৮-১৯	৭০ টি	২,৯৯৯
২০১৯-২০	৪৬ টি	৪,২৬৫
২০২০-২১	৯৫ টি	৮,৭৪৫
২০২১-২০২২	৮৭ টি	১৩,৮৬৫

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষ্যে জুন, ২০২১ মাসে বঙ্গবন্ধুর সংস্পর্শে থাকা 'লালমুক্তিবার্তা স্মরণীয় যারা বরণীয় যারা' এর বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিচারণমূলক লেখা সম্বলিত "স্মৃতিতে সতত উজ্জ্বল বঙ্গবন্ধু" শিরোনামে একটি বই প্রকাশ করা হয়েছে।

স্মৃতিতে সতত উজ্জ্বল বঙ্গবন্ধু বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

৪.১০। উন্নয়ন

৪.১০.১। মূল কার্যক্রম

- বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল ও বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ এর সকল সম্পদ, ভূমি, শিল্প কারখানা উন্নয়ন, সংরক্ষণ এবং মামলা মোকদ্দমা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;
- মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর উন্নয়ন ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;
- উন্নয়ন অধিশাখার উন্নয়ন ও সমন্বয় সংক্রান্ত বিবিধ বিষয়;
- পরিত্যক্ত সম্পত্তি ও অন্যান্য সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক যাচাই বাছাই কার্যক্রমে সঠিক মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক তথ্য প্রদান;
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বিষয়ে উন্নয়ন অনুবিভাগের বাস্তবায়ন কাজ সমন্বয়;
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক তথ্য প্রেরণ;
- মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন/উন্নয়ন কাজের প্রতিবেদন প্রস্তুতি কাজের সমন্বয়;
- সংসদের প্রশ্নোত্তর, সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চাহিদা মোতাবেক তথ্য কাউন্সিল শাখায় প্রেরণ নিশ্চিতকরণ;
- চলমান প্রকল্প সংক্রান্ত সকল কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন, তদারকি সংক্রান্ত কার্যক্রম।

৪.১০.২। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

❖ অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসন নির্মাণ প্রকল্প

মুজিব বর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জাতির শ্রেষ্ঠসন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের মধ্যে হতে সারাদেশে নির্বাচিত ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের জন্য আবাসন নির্মাণ। নভেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত ৪০১২টি বীর নিবাস নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে, ১৭৩৬৬টি বীর নিবাসের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

❖ শহিদ মুক্তিযোদ্ধা ও অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধিস্থল সংরক্ষণ ও উন্নয়ন

মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগ্রত করণের নিমিত্ত মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট তুলে ধরার লক্ষ্যে ১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে শহিদ এবং অন্যান্য বীর মুক্তিযোদ্ধাসহ প্রাথমিকভাবে সমগ্র বাংলাদেশে ২০ (বিশ) হাজার শহিদ/প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধার সমাধি সংরক্ষণ করা। নভেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ৩৬০৫টি সমাধিস্থল নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ৫৪৯০টি সমাধিস্থলের টেন্ডার সম্পন্ন হয়েছে।

❖ ঢাকাস্থ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের স্থান সংরক্ষণ, ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ এবং ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধী কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণের স্থান সংরক্ষণসহ আনুষঙ্গিক উন্নয়ন কার্যক্রম। চলতি অর্থবছরে নভেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত প্রতিশ্রুত ব্যয়-১৭.০০ (সতের) কোটি টাকা। ডিপিপিতে অনুমোদিত চলমান কাজের বিপরীতে চলতি অর্থবছরে জুলাই-নভেম্বর পর্যন্ত পাঁচ মাসে ১৭০০.০০ লক্ষ টাকা মূল্যমানের ভৌত কাজ সম্পাদিত হয়েছে।

❖ বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের নৌ কমান্ডো অভিযান 'অপারেশন জ্যাকপট' বিষয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ

মহান মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে নান্দনিক আবহে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে পৌঁছানোর জন্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। নির্মাতা প্রতিষ্ঠান নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

❖ মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্যানোরমা নির্মাণ

মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী স্মরণীয় করে রাখাসহ মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস ও মুক্তিকামী জনগণের আত্মত্যাগের মহিমা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে জাতীয় ইতিহাস ও শিক্ষা কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার জন্য মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্যানোরমা নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্যানোরমাসহ অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণের লক্ষ্যে মুন্সিগঞ্জ জেলার পদ্মা সেতুর নিকটবর্তী স্থানে ১০০ একর জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

❖ মুক্তিযুদ্ধের সময় ক্ষতিগ্রস্থ জাহাজ এম. ভি. আকরামকে উপজীব্য করে নারায়ণগঞ্জে একটি নৌ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর স্থাপন

মুক্তিযুদ্ধের সময় ক্ষতিগ্রস্থ জাহাজ এম. ভি. আকরাম-কে উপজীব্য করে নারায়ণগঞ্জে একটি নৌ মুক্তিযোদ্ধা জাদুঘর স্থাপনের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন সমন্বিত মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন। কারিগরি, সামাজিক, পরিবেশগত এবং অর্থনৈতিক বিষয়াদি যাচাই করে প্রকল্পের উপর একটি 3D ডিজাইন প্রণয়ন এবং মূল প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য পূর্ণাঙ্গ ডিপিপি প্রণয়ন।

❖ 'স্বাধীনতা কমপ্লেক্স' চট্টগ্রাম

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২০০৬ সালে চট্টগ্রাম নগরীর চান্দগাঁও, কালুরঘাট স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সংলগ্ন প্রায় ১৬.৩৭ (ষোল দশমিক সাঁইত্রিশ) একর জায়গার উপর নির্মিত হয় 'স্বাধীনতা কমপ্লেক্স'। স্বাধীনতা কমপ্লেক্স মূলত একটি বিনোদন পার্ক হলেও এতে রয়েছে পুরো বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্থাপনাগুলোর রেপ্লিকা/নিদর্শন। এর মধ্যে জাতীয় সংসদ ভবন, জাতীয় স্মৃতিসৌধ, সোনা মসজিদ, আহসান মঞ্জিল, কার্জন হল, লালবাগ কেল্লা, শহিদ মিনার, কান্তজির মন্দির, বড় কুঠি, ছোট কুঠি, দরবার হল, সেন্ট নিকোলাস চার্চ, হাইকোর্ট, পাহাড়পুর বিহারসহ উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থাপনাগুলোর আদলে তৈরী করা হয়েছে মিনি স্থাপনা। এছাড়া চাকমা, মারমা, ত্রিপুরাসহ বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার বসবাসের বাড়ি ঘরের রেপ্লিকা আছে। পাশাপাশি রয়েছে ২৪ (চব্বিশ) তলা বিশিষ্ট ঘূর্ণায়মান হোটেলের সাথে ওয়াচ টাওয়ার । এছাড়াও শিশুদের জন্য রয়েছে অ্যামিউজমেন্ট রাইড, প্যাডেল বোট, ফ্যামিলি কোস্টার, বেবি ক্যাসেল, বেলুন হুইল, মিউজিক সুইং বাম্পার কার আরবি ট্রেন ইত্যাদি। প্রায় ৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে বিওটি পদ্ধতিতে এটি নির্মাণ করে কনকর্ড। চুক্তি অনুযায়ী কনকর্ড ২০০৯ সাল পর্যন্ত 'স্বাধীনতা কমপ্লেক্স পার্কটি পরিচালনা করে। এরপর ২০১০ সালের জানুয়ারিতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে টেন্ডার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কমপ্লেক্সটি লীজ দেয়া হয় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনকে। ২০১৫ সালে সিটি কর্পোরেশনের লীজের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর দরপত্রের মাধ্যমে 'ওয়েল এন্টারপ্রাইজ-কে' লীজ প্রদান করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ চট্টগ্রামের কালুরঘাটস্থ 'স্বাধীনতা কমপ্লেক্স' পার্কটি লীজের মাধ্যমেই ২০০৬ সাল থেকে এ পর্যন্ত পরিচালিত হয়ে আসছে। ২০১৫ সালের ডিসেম্বর থেকে 'স্বাধীনতা কমপ্লেক্স পার্কটি মেসার্স ওয়েল এন্টারপ্রাইজ-কে ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য লীজ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে ২০২০-২১ অর্থ বছরের পুনরায় উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি মাধ্যমে স্বাধীনতা কমপ্লেক্স' পার্কটি মেসার্স ওয়েল এন্টারপ্রাইজ-কে ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য লীজ প্রদান করা হয়।

স্বাধীনতা কমপ্লেক্স পার্ক থেকে ২০২১-২০২৫ সময়ে অর্জিত আয় এবং সম্ভব্য আয়ের পরিমাণ

ক্রমিক	অর্থ বছর	আয়ের পরিমাণ	চালান	মন্তব্য
১.	২০২০-২১	২,০০,১,৫০,০০০/-	৪ টি চালানের মাধ্যমে জমা হয়েছে	
২.	২০২১-২২	২,০০,২,৫০,০০০/-	৪ টি চালানের মাধ্যমে জমা হয়েছে	
৩.	২০২২-২৩	২,০০,৩,৫০,০০০/-	৪টি চালানে জমা হবে	
৪.	২০২৩-২৪	২,০০,৪,৫০,০০০/-	৪টি চালানে জমা হবে	
৫.	২০২৪-২৫	২,০০,৫,৫০,০০০/-	৪টি চালানে জমা হবে	

❖ ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণের আত্মত্যাগের স্বীকৃতিস্বরুপ ১৭০০ (এক হাজার সাতশত) জন শহিদ অফিসার ও সৈনিকদের পরিবারকে সম্মাননা প্রদান

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে নিহত ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণের আত্মত্যাগের স্বীকৃতস্বরুপ ১৭০০ জন শহিদ অফিসার ও সৈনিকদের পরিবারকে সম্মাননা প্রদানের লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মূল্যবান ধাতু রৌপ্য দ্বারা নির্মিত ১৭০০ (এক হাজার সাতশত) টি ক্রেস্ট প্রস্তুত করা হয়। তম্মধ্যে ২০১৮ সালে ডিসেম্বরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী ১৩ জন শহিদ পরিবারকে ভারতের কলকাতায় সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করেন। বর্তমানে অবশিষ্ট মোট ১৬৮৭ (এক হাজার ছয়শত সাতাশি) টি ক্রেস্ট বাংলাদেশ ব্যাংকের ভোল্টে রক্ষিত রয়েছে। প্রস্তুতকৃত ক্রেস্টসমূহ নয়াদিল্লীস্থ হাইকমিশনে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

❖ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নামে রাস্তা, স্কুল, কলেজ, প্রতিষ্ঠান, সড়ক, মহাসড়ক ও সেতু নামকরণের আবেদন যাচাই পূর্বক অগ্রায়ন প্রতিবেদন

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি'র ১৩তম বৈঠকে বিভিন্ন রাস্তাঘাট বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নামে নামকরণ করার জন্য সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের এবং জেলা প্রশাসকদেরকে পত্র দিয়ে জানিয়ে দেয়ার জন্য সুপারিশ করা হয়। উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ মন্ত্রণালয়ের ২৯/১০/২০২০ তারিখের ৪৮.০০.০০০০.০০৫.১৬.০০৫.২০-১৬৯ নং স্মারকে বিভিন্ন মুক্তিযোদ্ধাদের নামে রাস্তার নামকরণের জন্য জেলা প্রশাসক (সকল) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) কে অনুরোধ করা হয়েছে।

(২০২১-২২ সময়)

আবেদনের বিষয়	যে মন্ত্রণালয়ে অগ্রায়ন করা হয়েছে	আবেদনের সংখ্যা	মন্তব্য
জমি / প্লট / ফ্ল্যাট বরাদ্দপত্রের সঠিকতা যাচাই	গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	১৮টি	শহিদ মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসন সমস্যার সমাধানকল্পে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ঢাকাসহ সারা দেশের হাউজিং এস্টেটের প্লট/জমি/ফ্ল্যাট বরাদ্দের জন্য এ মন্ত্রণালয় হতে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রত্যয়ন।

❖ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক গুলিস্তান শপিং কমপ্লেক্স নির্মাণ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পোষ্যদের কল্যাণ সাধনকল্পে ১৯৭২ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৯৪/১৯৭২ বলে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রদত্ত গুলিস্তান সিনেমা হল ও নাজ সিনেমা হলসহ ১৮টি শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান দিয়ে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৭২ সালে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৬১.৪০ শতক জমিসহ গুলিস্তান সিনেমা হল বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট-কে হস্তান্তর এবং ১৯৮২ সালে দলিল করে দেওয়া হয়। গুলিস্তান ও নাজ সিনেমা হল নামক ০২টি সিনেমা হল ২০০০ সাল পর্যন্ত চালু ছিল। পরবর্তীতে ট্রাস্টি বোর্ডের ০৫/১০/১৯৯৯ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত ৬১তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গুলিস্তান সিনেমা হল ও নাজ সিনেমা হলের জায়গার উপর ২০০১ সালে বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নকল্পে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে টেন্ডারের মাধ্যমে বিটি (বিল্ট এন্ড ট্রান্সফার) পদ্ধতিতে বহুতল বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের 'দি ওয়েস্টার্ন ইঞ্জিনিয়ার্স লি:-কে ডেভেলপার নির্বাচন করা হয়। ০২টি বেইজমেন্টসহ ২০ তলা বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের জন্য ডেভেলপারের সাথে ২৭/০২/২০০১ খ্রি: তারিখে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২০০৯ সাল পর্যন্ত ০২টি বেইজমেন্টসহ ০৯ তলা পর্যন্ত নির্মাণ সম্পন্ন হয়। বর্তমানে ২০/১০/২০২২ তারিখে ১৩ তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন করা হয়।

৪.১১। গেজেট

৪.১১.১। মূল কার্যক্রম

- বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের তালিকাভুক্তির জন্য যাচাই বাছাই কার্যক্রম;
- বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের আবেদন মোতাবেক গেজেট প্রকাশ, সংশোধন, সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- গেজেটে প্রকাশের জন্য প্রকৃত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রস্তুতকরণ এবং সংরক্ষণ;
- জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল ও বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের সাথে সমন্বয় সাধন;
- আমুকার সমিতি সংক্রান্ত যাচাই বাছাই কাজ;
- গেজেট সংক্রান্ত মামলার জবাব প্রস্তুতকরণ;
- যাচাই বাছাই সংক্রান্ত কাজ;
- গেজেট সংক্রান্ত অভিযোগের নিষ্পত্তি;
- বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সাথে শাখার সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম।

৪.১১.২। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ৫২৩১ (পাঁচ হাজার দুইশত একত্রিশ) জন বীর মুক্তিযোদ্ধার অনুকূলে গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে। ৬৯৭ (ছয়শত সাতানব্বই) জন বীর মুক্তিযোদ্ধার গেজেট সংশোধন করা হয়েছে এবং ৫২৪(পাঁচশত চব্বিশ) জনের গেজেট বাতিল করা হয়েছে।

৪.১২ সনদ

৪.১২.১। মূল কার্যক্রম

- বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের সনদপত্র প্রদান সংক্রান্ত আবেদন সমূহ যাচাই বাছাই পূর্বক নথিতে উপস্থাপন;
- বীর মুক্তিযোদ্ধাগণকে প্রদত্ত সনদ তালিকাভুক্তকরণ ও সংরক্ষণ;
- নতুন সনদপত্র লিপিবদ্ধ এবং সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে প্রদান;
- আদালতের নির্দেশনা মোতাবেক সনদ সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন;
- বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সাথে শাখার সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম।

৪.১২.২। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অনুকূলে ডিজিটাল সনদ ও জীবিত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অনুকূলে স্মার্ট আইডি কার্ড প্রদানের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ৬৪টি জেলার ডিজিটাল সার্টিফিকেট ও স্মার্ট আই ডি কার্ড বিতরণের তথ্য নিম্নে ছক আকারে উপস্থাপন করা হলো :

৬৪টি জেলার ডিজিটাল সার্টিফিকেট ও স্মার্ট আই ডি কার্ড বিতরণের তথ্য

ক্রমিক নং	জেলার নাম	ডিজিটাল সার্টিফিকেট সংখ্যা		মোট সার্টিফিকেট	স্মার্ট আইডি কার্ড সংখ্যা	বিতরণের তারিখ
		জীবিত	মৃত			
১.	কিশোরগঞ্জ	১৭৫৫	১৭৬৭	৩৫২২	১৭৫৫	০৭-৭-২০২২
২.	গোপালগঞ্জ	২৭৪৫	২৫০৫	৫২৫০	২৭৪৫	০৬-৭-২০২২
৩.	গাজীপুর	১৭৩৪	১৩২১	৩০৫৫	১৭৩৪	০৫-৭-২০২২
৪.	মাদারীপুর	১৪৬০	১১০৬	২৫৬৬	১৪৬০	০৫-৭-২০২২
৫.	নড়াইল	১২৪০	১০৮৪	২৩২৪	১২৪০	০৬-৭-২০২২
৬.	মৌলভীবাজার	৬৪৪	৮২৭	১৪৭১	৬৪৪	০৭-৭-২০২২
৭.	হবিগঞ্জ	৯২৮	১১১৯	২০৪৭	৯২৮	০৬-৭-২০২২
৮.	সুনামগঞ্জ	১৭১১	২২৫৬	৩৯৬৭	১৭১১	০৭-৭-২০২২
৯.	বাগেরহাট	২০২৪	২০৩৮	৪০৬২	২০২৪	০৭-৭-২০২২
১০.	সাতক্ষীরা	১২৩১	৯০০	২১৩১	১২৩১	০৬-৭-২০২২
১১.	যশোর	১৪৮৪	১২২২	২৭০৬	১৪৮৪	০৬-৭-২০২২
১২.	ঝিনাইদহ	১১১৯	৯৫৫	২০৭৪	১১১৯	০৬-৭-২০২২
১৩.	মাগুরা	৯১৭	৬৯৯	১৬১৬	৯১৭	০৬-৭-২০২২
১৪.	ঢাকা	২৫১৬	১৭৩৯	৪২৫৫	২৫১৬	১৯-৭-২০২২
১৫.	শরিয়তপুর	১৩০৯	১০০১	২৩১০	১৩০৯	২৪-৭-২০২২
১৬.	মেহেরপুর	৪৫২	৪১২	৮৬৪	৪৫২	২৪-৭-২০২২
১৭.	নারায়ণগঞ্জ	১১৯২	১০৯১	২২৮৩	১১৯২	২৭-৭-২০২২
১৮.	চুয়াডাঙ্গা	৭৪৮	৭৬৭	১৫১৫	৭৪৮	০৮-৮-২০২২
১৯.	জয়পুরহাট	৪৬৫	৩২১	৭৮৬	৪৬৫	০৮-৮-২০২২
২০.	নাটোর	৭৩৭	৬৬০	১৩৯৭	৭৩৭	০৮-৮-২০২২
২১.	ঠাকুরগাও	৭০৪	৭২১	১৪২৫	৭০৪	৩১-৮-২০২২
২২.	নীলফামারী	৪৯১	৪১৩	৯০৪	৪৯১	২২-৮-২০২২
২৩.	রাজশাহী	১১৫৬	১০৮৭	২২৪৩	১১৫৬	২৩-৮-২০২২
২৪.	কুষ্টিয়া	১৬৬৭	১২৪৬	২৯১৩	১৬৬৭	২৮-৮-২০২২

২৫.	কক্সবাজার	২২৪	২০২	৪২৬	২২৪	০৮-৯-২০২২
২৬.	বান্দরবান	৪৯	৪১	৯০	৪৯	০৮-৯-২০২২
২৭.	রাঙ্গামাটি	৮১	৭৩	১৫৪	৮১	০৮-৯-২০২২
২৮.	খাগড়াছড়ি	২৩৮	২৬৬	৫০১	২৩৫	০৭-৯-২০২২
২৯.	পটুয়াখালী	৬৬২	৫৮১	১২৪৩	৬৬২	০৮-৯-২০২২
৩০.	বরগুনা	৬৭০	৫২৯	১১৯৯	৬৭০	০৮-৯-২০২২
৩১.	ভোলা	৬৫৪	৭৯৭	১৪৫১	৬৫৪	১২-৯-২০২২
৩২.	রংপুর	৬৭৩	৬২৯	১৩০২	৬৭৩	১১-৯-২০২২
৩৩.	রাজবাড়ী	৭০৭	৫১৪	১২২১	৭০৭	০৮-০৯-২০২২
৩৪.	শেরপুর	৬৮১	৬৭৯	১৩৬০	৬৮১	০৮-৯-২০২২
৩৫.	নরসিংদী	২৪২০	২২৬৪	৪৬৮৪	২৪২০	১৩-৯-২০২২
৩৬.	বগুড়া	১৭৭৫	১২১৮	২৯৯৩	১৭৭৫	১৩-৯-২০২২
৩৭.	খুলনা	১০০৮	৭৮০	১৭৮৮	১০০৮	২৯-৯-২০২২
৩৮.	গাইবান্ধা	১১৬৮	৯৫৮	২১২৬	১১৬৮	২২-৯-২০২২
৩৯.	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	১১২৬	৯৪৫	২০৭১	১১২৬	২৭-৯-২০২২
৪০.	জামালপুর	১৫৫৬	১২২৫	২৭৮১	১৫৫৬	২০-৯-২০২২
৪১.	ঝালকাঠী	৯৯০	১০৫৫	২০৪৫	৯৯০	২০-৯-২০২২
৪২.	পঞ্চগড়	৯৬০	৯৯৭	১৯৫৭	৯৬০	২০-৯-২০২২
৪৩.	পাবনা	১৫০১	১২৪৪	২৭৪৫	১৫০১	২৫-৯-২০২২
৪৪.	পিরোজপুর	১৫৫৩	১৩৩৩	২৮৮৬	১৫৫৩	২৫-৯-২০২২
৪৫.	লক্ষীপুর	৮২৯	৯৭৪	১৮০৩	৮২৯	২৮-৯-২০২২
৪৬.	মানিকগঞ্জ	১০৯৯	৮৭০	১৯৬৯	১০৯৯	২৮-৯-২০২২
৪৭.	লালমনিরহাট	৯৮১	৯২৫	১৯০৬	৯৮১	২৮-৯-২০২২
৪৮.	ফেনী	১৪২৫	১৫৩৫	২৯৬০	১৪২৫	২৮-৯-২০২২
৪৯.	কুড়িগ্রাম	২৪১৮	১৮৭৫	৪২৯৩	২৪১৮	০৩-১০-২০২২
৫০.	দিনাজপুর	১৯৫১	১৬০১	৩৫৫২	১৯৫১	০২-১০-২০২২
৫১.	নওগাঁ	১৭০৪	১৩৯৪	৩০৯৮	১৭০৪	০৪-১০-২০২২
৫২.	নেত্রকোণা	১৬২৩	১৪৫৩	৩০৭৬	১৬২৩	০৬-১০-২০২২
৫৩.	বরিশাল	৩৫০৬	৩৩৫৯	৬৮৬৫	৩৫০৬	১০-১০-২০২২
৫৪.	ময়মনসিংহ	২৮১২	২৮৩১	৫৬৪৩	২৮১২	১২-১০-২০২২
৫৫.	সিরাজগঞ্জ	১৭১৯	১৩৫৬	৩০৭৫	১৭১৯	১৩-১০-২০২২
৫৬.	সিলেট	১৬৮২	২৫২৯	৪২১১	১৬৮২	১০-১০-২০২২
৫৭.	ফরিদপুর	২০৪০	১৮৫৭	৩৮৯৭	২০৪০	১১-১০-২০২২
৫৮.	মুন্সিগঞ্জ	১৪২৩	১০২০	২৪৪৩	১৪২৩	১৬-১০-২০২২
৫৯.	টাঙ্গাইল	৪৮৩০	৩৬৩৪	৮৪৬৪	৪৮৩০	১৭-১০-২০২২
৬০.	চট্টগ্রাম	৪১০২	৩৯৭৮	৮০৮০	৪১০২	২৩-১০-২০২২
৬১.	নোয়াখালী	২১৪২	২৭৬৩	৪৯০৫	২১৪২	২৬-১০-২০২২
৬২.	কুমিল্লা	৪৩৩৫	৪১৫১	৮৪৮৬	৪৩৩৫	২৪-১০-২০২২
৬৩.	চাঁদপুর	১৯৭৬	১৯৪৭	৩৯২৩	১৯৭৬	৩০-১০-২০২২
৬৪.	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৩২২৬	৩৪৬৮	৬৬৯৪	৩২২৬	২৪-১০-২০২২
	সর্বমোট=	৯৫২৪৫	৮৭১০৭	১৮২৩৫২	৯৫২৪৫	

ডিজিটাল সার্টিফিকেট ও স্মার্ট আই ডি কার্ড এর বিষয়ে জেলা প্রশাসকদের সাথে ভার্চুয়াল সভা

৪.১৩। প্রত্যয়ন

৪.১৩.১। মূল কার্যক্রম

- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা হতে প্রেরিত মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের তালিকা অনুযায়ী মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রত্যয়ন প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রেরিত মুক্তিযোদ্ধাগণের সঠিকতা যাচাই সংক্রান্ত কার্যাদি;
- আদালতের নির্দেশনা মোতাবেক প্রত্যয়ন সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন;
- মুক্তিযোদ্ধাদের আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই অন্তে প্রত্যয়নপত্র প্রদান;
- মুক্তিযোদ্ধাগণকে প্রদত্ত প্রত্যয়ন তালিকাভুক্তিকরণ ও সংরক্ষণ;
- বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সাথে শাখার সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম।

৪.১৩.২। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- প্রত্যয়ন শাখা হতে প্রাপ্ত পত্রের ভিত্তিতে ই-নথি ও হার্ড নথির মাধ্যমে ২৯১ টি পত্র নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এছাড়া এ মন্ত্রণালয় হতে ১৮/১০/২০২১ তারিখে ৮৭৫ নং পরিপত্র মোতাবেক বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোটায় পোষ্যদের নিয়োগ, ভর্তি, অবসর উত্তর ছুটি, পি আর এল ও অন্যান্য বিষয়ে প্রত্যয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৫.০। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে ০৮(আট) টি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। এ প্রকল্পসমূহের জন্য ৫৮৭৮৭০.২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। বরাদ্দকৃত অর্থে ৭৪২৭৪৮ জন ও ১৯,৮৩৬ টি পরিবার উপকৃত হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ০৮(আট) টি কর্মসূচির মাধ্যমে ৩৫৩২২৯.৫১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৯,৮৩৬ টি পরিবার ও ৬৮৬৭২৪ জন উপকৃত হয়। ২০২১-২২ ও ২০২০-২১ অর্থবছরে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিম্নে দেখানো হলো

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরণ	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০২১-২০২২)		পূর্ববর্তী বছর (২০২০-২০২১)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	সুবিধাভোগীব্যক্তি/ পরিবার/ প্রতিষ্ঠানেরসংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)
১।	বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা	১,৯৩,৮৮৯ জন উপকার ভোগীকে ইএফটি প্রক্রিয়ায় সম্মানী ভাতা বিতরণ করা হয়েছে।	৪৬৫৩৩৫.০০	১৯২৫৬৮জন উপকার ভোগীকে ইএফটি প্রক্রিয়ায় সম্মানী ভাতা বিতরণ করা হয়েছে।	২৮৮০০০.০০
২।	যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ও মৃত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা	১১,৯৯৮ টি পরিবার	৪৪০৭৬.০০	১১,৯৯৮ টি পরিবার	৪৫৬৯৯.০০
৩।	অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচির অধীনে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান	২৪০০ জন	২০০.০০	২৩০০জন	১০০.০০
৪।	রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতাভোগী যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ও মৃত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ৭ জন বীরশ্রেষ্ঠ পরিবার ও তারামন বিবি বীরপ্রতীকের পরিবারের সদস্যদের রেশন সুবিধা	৭৮৩৮ টি পরিবার	২৭২৯.০০	৭৮৩৮ টি পরিবার	৩৪৩৯.৯০
৫।	খেতাব প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা এবং ১০হাজার টাকা হারে ০২টি উৎসব ভাতা (বীরশ্রেষ্ঠ-৩০,০০০/-, বীর উত্তম-২৫,০০০/- বীর বিক্রম-২০,০০০/- এবং বীর প্রতীক-১৫,০০০/- টাকা মাসিক)	৫৮৭জন	১৫৭২.০০	৫৮৭ জন	১২৯০.২২
৬।	বীর মুক্তিযোদ্ধাদের (সাধারণ, খেতাবপ্রাপ্ত, যুদ্ধাহত ও শহিদ পরিবার) জন্য বাংলা নববর্ষ ভাতা (মাসিক জনপ্রতি ২,০০০/ টাকা)	২১২৬৭৪ জন/ পরিবার	৪১২৯.০০	১,৯৫,৫০৮ জন / পরিবার	৪২০০.৩৯
৭।	বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য উৎসব ভাতা (জনপ্রতি ১০,০০০/- টাকা হারে বছরে ০২ টি উৎসব ভাতা)	২১২৬৭৪ জন/ পরিবার	৬৩৮০২.২০	১৯২৫৬৮জন	৪০০০.০০
৮।	জীবিত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য মহান বিজয় দিবসভাতা (জনপ্রতি ৫,০০০/ টাকা)	১২০৫২৪ জন	৬০২৭.০০	১০৩১৯৩ জন	৬৫০০.০০
		৭৬২৫৮৪ জন/ পরিবার	৫৮৭৮৭০.২০	৬৮৬৭২৪ জন, ১৯৮৩৬ পরিবার	৩৫৩২২৯.৫১

৬.০। মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষ' পালন উপলক্ষ্যে বছরব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়। উক্ত কর্মসূচি অনুযায়ী মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ সংস্থার ওয়েবসাইটে 'বঙ্গবন্ধু কর্ণার' নামে একটি সেবাবক্স খোলা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ সারাদেশে একযোগে প্রচার করা হয়েছে।

- জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের বক্তব্য সরাসরি রেকর্ডের মাধ্যমে 'বীরের কণ্ঠে বীর গাঁথা' প্রকাশ ও আর্কাইভে সংরক্ষণের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

- বিভিন্ন জেলা/উপজেলায় ৯৮টি প্রতিষ্ঠানে ৮৭৪৫টি বঙ্গবন্ধুর জীবনী ও বহুমাত্রিক অবদান বিষয়ক বই বিতরণ করা হয়েছে।

- অস্বচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা / বীরাঙ্গনা/ শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা / প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধা স্ত্রী ও সন্তানদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য মুজিব বর্ষ এবং স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে ত্রিশ হাজার টি বাসস্থান (বীর নিবাস) নির্মাণে ৪১২২ কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, কার্যক্রম চলমান আছে।

- মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক ভ্রাম্যমাণ চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর জন্য ০২ (দুই) টি ভ্রাম্যমাণ যাদুঘর বাস উদ্বোধন করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের স্মরণীয় বরণীয়দের মধ্যে যাঁরা জীবিত তাঁদের সাক্ষাৎকার/লেখা নিয়ে বিশেষ প্রকাশনা "স্মৃতিতে সতত উজ্জ্বল বঙ্গবন্ধু" শীর্ষক পুস্তক প্রকাশ করা হয়েছে।

- কেন্দ্রীয়ভাবে মুক্তিযোদ্ধা মহাসমাবেশ, মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে ছাত্র বৃত্তি প্রদত্ত শিক্ষার্থীদের সমাবেশ, মুক্তির উৎসব, উপজেলা ভিত্তিক মহাসমাবেশ আয়োজন, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য "মুজিববর্ষ" বিশেষ পুরস্কার এবং "মুজিব স্কলারশীপ" কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিলো যা কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে "মুজিব স্কলারশীপ" (বঙ্গবন্ধু ছাত্র বৃত্তি) প্রদানের কার্যক্রম চলমান আছে।

মুজিববর্ষে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপহার "বীর নিবাস"

'স্মৃতিতে সতত উজ্জ্বল বঙ্গবন্ধু বই' হস্তান্তর

৭.০। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী জাঁকজমকপূর্ণভাবে উদযাপনের লক্ষ্যে মন্ত্রিসভা কমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটি বিগত ০৩ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখের ১ম সভায় সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের জন্য বছরব্যাপী নানা কর্মসূচি গ্রহণ করে। কিন্তু কোভিড-১৯ কারণে বেশিরভাগ কর্মসূচি বাস্তবায়ন / উদযাপন করা সম্ভব হয়নি। গত ১৯ আগস্ট ২০২১ তারিখে সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ৫ম সভায় সংশোধিত ৫০টি কর্মসূচি গৃহীত হয় যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সানুগ্রহ অনুমোদিত হয় যার বিবরণ নিম্নরূপ :

মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গৃহীত ৫০টি কর্মসূচির বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

কর্মসূচি নং	গৃহীত কর্মসূচি	বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
১.	৫০ টি জাতীয় পতাকা সম্বলিত সুবর্ণজয়ন্তী র‍্যালি প্রতিটি জেলায় প্রদক্ষিণ শুরু। পতাকা প্রদক্ষিণ উপলক্ষ্যে জেলায় বীর মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান আয়োজন করা যেতে পারে।	প্রত্যেক জেলা ও উপজেলায় গত ১৭ই মার্চ হতে ২৩শে মার্চ পর্যন্ত ৭দিন ব্যাপী কার্যক্রম বাস্তবায়িত।
২.	বছরব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে সরকার/রাষ্ট্রপ্রধানদের আমন্ত্রণ জানানো (ভারত ভুটান ও রাশিয়াসহ বন্ধুরাষ্ট্রসমূহ)।	২৬শে মার্চ, ২০২১ ভারত ও ভুটানের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং ১৬ ডিসেম্বর, ২০২১ ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতি আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদান করেছেন।
৩.	বিদেশী রাষ্ট্রনায়কদের সংসদের বিশেষ অধিবেশনে ভাষণ দান।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে সভা করা হয়েছে এ সম্পর্কিত যোগাযোগ অব্যাহত আছে।
৪.	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বছরব্যাপী কর্মসূচি প্রণয়ন। আগামী ০১(এক) মাসের মধ্যে কর্মসূচি চূড়ান্ত করে এই মন্ত্রিসভা কমিটিতে প্রেরণ।	২৩টি মন্ত্রণালয়ের ৪৮টি কর্মসূচি গৃহীত ও বাস্তবায়িত।
৫.	(ক) লাইটস এন্ড লেজার শো/ড্রোন শো: সংসদ প্লাজা/ হাতির ঝিল/অন্যান্য নির্ধারিত স্থানে রাতের বেলা লাইটস এন্ড লেজার শোর আয়োজন করা (বিশেষ বিশেষ দিনে)।	৩১/০৩/২০২২ তারিখে হাতিরঝিল প্রাঙ্গনে লাইট এন্ড লেজার শো ও ড্রোন শো বাস্তবায়িত হয়েছে।
	(খ) জেলা,উপজেলা, ইউনিয়ন পরিষদ ও সিটি কর্পোরেশনের উপযুক্ত স্থানে বড় স্ক্রিন স্থাপন ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা বাণী, দেশের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রার প্রচার এবং পোস্টার, ব্যানার প্রভৃতি প্রস্তুত ও বিতরণের কর্মসূচি সংযোজন।	➢ প্রত্যেক জেলা উপজেলায় পোস্টার বিতরণ করা হয়েছে। ব্যানার ও বিলবোর্ডের মাধ্যমে প্রচার হয়েছে। ➢ উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রার বুকলেট, ২৬/৩/২০২২ তারিখে পত্রিকায় বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ হয়েছে, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার জন্য টিভিসি তৈরী করা হয়েছে।
৬.	গণহত্যা বিষয়ক আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ব্যক্তিবর্গ সমন্বয়ে সেমিনার/আলোচনা সভা ও প্রদর্শনী।	➢ ২৫ মার্চ, ২০২২ তারিখ সকাল ১০ টায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে আন্তর্জাতিক সেমিনার বাস্তবায়িত হয়েছে। ব্যবস্থাপনায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। সন্ধ্যায় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আলোচনা সভা, তথ্যচিত্র এবং মঞ্চ নাটক অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৭.	স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরাঙ্গনাসহ সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের, অবদান নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (দেশব্যাপী)।	➢ প্রত্যেক জেলা ও উপজেলায় ১৭ই মার্চ হতে ২৩শে মার্চ পর্যন্ত ৭দিন ব্যাপী আলোচনা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।
৮.	বীর মুক্তিযোদ্ধাদেরকে বিশেষ উত্তরীয়/টি-শার্ট/ক্যাপ ও বীরাঙ্গনা মহিলা মুক্তিযোদ্ধাদেরকে শাড়ি/শাল ইত্যাদি উপহার প্রদানের লক্ষ্যে জেলা-উপজেলায় বরাদ্দ প্রদান।	সকল জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে টি-শার্ট, ক্যাপ, মাস্ক এবং মহিলা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য শাড়ী উপহার দেওয়া হয়েছে।
০৯.	মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক জাতীয় কুইজ/রচনা প্রতিযোগিতা/ সংগীত/নৃত্য/চিত্রাঙ্কন ইত্যাদি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের জন্য উপজেলা থেকে শুরু করে জাতীয়ভাবে সেরাদের পুরস্কৃত করা।	উপজেলা, জেলা, বিভাগীয় ও জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতা সমাপ্ত হয়ে গত ২৭ মার্চ, ২০২২ তারিখে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী সকল প্রতিযোগীকে মাননীয় মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর উপস্থিতিতে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।
১০.	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ফুটবল/ক্রিকেট/কাবাডি ও অন্যান্য টুর্নামেন্ট আয়োজন।	৮০টি টুর্নামেন্ট বাস্তবায়িত, ৬৬টি জাতীয় পর্যায়ে এবং ১৪ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে। বাস্তবায়নে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।
১১.	দেশব্যাপী সুবর্ণজয়ন্তী মেলা আয়োজন করা।	প্রত্যেক জেলা ও উপজেলায় গত ১৭ই মার্চ হতে ২৩শে মার্চ পর্যন্ত ৭দিন ব্যাপী সুবর্ণজয়ন্তী মেলা আয়োজন করা হয়েছে।
১২.	নতুন প্রজন্মের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে মুক্তির উৎসব (বছরব্যাপী/বিভাগওয়ারী/জেলা/উপজেলা)।	প্রত্যেক জেলা ও উপজেলায় গত ১৭ই মার্চ হতে ২৩শে মার্চ ২০২২ তারিখ পর্যন্ত ৭দিন ব্যাপী উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে।

১৩.	বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ক Global Business Summit আয়োজন করা।	২৬ অক্টোবর হতে ০১ নভেম্বর ২০২১ পর্যন্ত সময়ে কার্যক্রম বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে।
১৪.	মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক আন্তর্জাতিক পূর্ণদৈর্ঘ্য/স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজন।	১১ মার্চ হতে ১৫ মার্চ, ২০২২ তারিখ পর্যন্ত ৫দিন ব্যাপী ৪৮টি দেশে ১৪০টি ছবি দিয়ে প্রদর্শনী। স্থানঃ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর।
১৫.	কেন্দ্রীয়ভাবে বীর মুক্তিযোদ্ধা মহাসমাবেশ।	কোভিড-১৯ এর কারণে সম্ভব হয়নি।
১৬.	জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশ।	প্রত্যেক জেলা ও উপজেলায় গত ১৭ই মার্চ হতে ২৩শে মার্চ, ২০২২ তারিখ পর্যন্ত ৭দিন ব্যাপী কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে।
১৭.	সুবর্ণজয়ন্তী সৌধ/মিনার/কলাম নির্মাণ।	কমিটি গঠিত হয়েছে। কার্যক্রম চলমান।
১৮.	'মুক্তিযুদ্ধ পদক' প্রবর্তন।	৭ টি পদক দেয়া হবে। তালিকা মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে
১৯.	দেশব্যাপী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার স্থাপন।	সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হয়েছে। কার্যক্রম বাস্তবায়িত ও চলমান
২০.	মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ৩০,০০০ বাসস্থান (বীরনিবাস) নির্মাণ ও হস্তান্তর।	প্রকল্প চলমান রয়েছে।
২১.	বীরের কণ্ঠে বীরগাঁথা: বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতা রেকর্ড ও আর্কাইভকরণ।	৪৯ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্প চলমান রয়েছে।
২২.	বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য পরিচিতিমূলক ডিজিটাল সনদপত্র ও স্মার্টকার্ড প্রদান।	বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
২৩.	মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য সম্মাননা পাওয়া বিদেশী বন্ধুদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ, প্রচার ও আর্কাইভকরণ।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন করবে।
২৪.	মিত্র বাহিনীর নিহত সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ কাজের উদ্বোধন (আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া)। বাংলাদেশ ও ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৬ মার্চ, ২০২১ তারিখে যৌথভাবে উদ্বোধন করতে পারেন।	২৬ শে মার্চ ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেছেন। উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান।
২৫	ভারতের ত্রিপুরা ও অন্যান্য স্থানে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধিস্থলে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ভারতীয় হাই কমিশনকে পত্র দেয়া হয়েছে। কার্যক্রম চলমান।
২৬.	মুক্তিযুদ্ধের ১১ টি সেক্টর হেডকোয়ার্টারসে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ। (ভারতের সম্মতি প্রাপ্তি সাপেক্ষে)।	
২৭.	মুজিবনগর থেকে নদীয়া পর্যন্ত প্রস্তাবিত 'স্বাধীনতা সড়ক' এর নির্মাণ কাজ শুরু (বাংলাদেশ অংশ)।	বাংলাদেশ প্রান্তের কাজ সম্পন্ন।
২৮.	সুবর্ণজয়ন্তীর বিশেষ স্মরণিকা/স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ।	কমিটি হয়েছে, কার্যক্রম চলমান।
২৯.	বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের অগ্রগতি বিষয়ক গ্রন্থ/ গবেষণামূলক পাণ্ডুলিপি প্রকাশে আর্থিক সহায়তা/গ্রন্থ প্রকাশ।	প্রস্তাবনা পাওয়া গেছে। কার্যক্রম চলমান।
৩০.	মুক্তিযুদ্ধ প্রতিদিন শিরোনামে ৭১' এর স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনপঞ্জি প্রকাশ। (গ্রন্থ ও অডিও ভিজ্যুয়াল)।	২৬/০৩/২১ হতে ১০/০১/২০২২ তারিখ পর্যন্ত প্রচার হয়েছে। দিনপুঞ্জিকা গ্রন্থ আকারে প্রকাশের কার্যক্রম চলমান।
৩১.	বাছাইকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগারে এবং মুক্তিযুদ্ধ কর্ণারে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বই বিতরণ।	বইয়ের তালিকা সম্পন্ন করে কার্যক্রম বাস্তবায়িত।
৩২.	স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বিশেষ মোবাইল গেমস, ডকুমেন্টারি, টিভিসি ও চলচ্চিত্র নির্মাণ।	''আমার বঙ্গবন্ধু'' মোবাইল গেমস BNCC বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
৩৩.	মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চিত্রকলা প্রদর্শনী (শিল্পকলা একাডেমিসহ দেশের বিভিন্ন আর্ট গ্যালারীতে)।	শিল্পকলা একাডেমি কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে।
৩৪.	মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক টিভিসি, ডকুমেন্টারি ও চলচ্চিত্র সারাদেশে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা।	সম্প্রচার কার্যক্রম তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে চলমান।
৩৫.	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক চলচ্চিত্র নির্মাণ যেমন নৌকমান্ডো আক্রমণের উপর 'অপারেশন জ্যাকপট'।	উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। কার্যক্রম চলমান।

৩৬.	দেশের সকল সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে সুবর্ণজয়ন্তী কর্ণার স্থাপন।	বাস্তবায়িত হয়েছে।
৩৭.	জীবিত বিশিষ্ট বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে টক-শো এর আয়োজন ও বিভিন্ন চ্যানেলে (সরকারি ও বেসরকারি চ্যানেল) প্রচার।	কমিটিকে পত্র দেয়া হয়েছে।
৩৮.	চারুকলা ইন্সটিটিউট এর তত্ত্বাবধায়নে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিশেষ ভাস্কর্য প্রদর্শনী।	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইন্সটিটিউটে গত ১৮ মার্চ হতে ২৪ মার্চ ২০২২ তারিখ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়েছে।
৩৯.	এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে বছরব্যাপী (প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায়) ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা।	কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে।
৪০.	সুবর্ণজয়ন্তীর সমাপনী তথা ২৬ মার্চ ২০২২ মহান স্বাধীনতা দিবসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ব্যাপক জাঁকজমকপূর্ণ কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠান আয়োজন করা।	"জয় বাংলার জয়োৎসব" নামে সুবর্ণজয়ন্তীর সমাপনী অনুষ্ঠান ২৫-২৮ মার্চ ২০২২ পর্যন্ত সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বাস্তবায়িত হয়েছে। ২৬/০৩/২২ তারিখ সন্ধ্যা ৬:২০ মিনিটে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুষ্ঠানের ভার্চুয়াল উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় স্পীকার, মাননীয় প্রধান বিচারপতিসহ অন্যান্য সুধিজন উপস্থিত ছিলেন। ৩১ মার্চ ২০২২ তারিখে হাতিরঝিল প্রাঙ্গনে লাইট এন্ড লেজার শো, আতশবাজি ও ড্রোন শোর মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপনী ঘোষণা করা হয়।
৪১.	খ্যাতিমান রাষ্ট্রনায়ক, বিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, সাহিত্যিকদের আমন্ত্রণ জানানো।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন করেছে।
৪২.	স্বাধীনতা দিবসের আয়োজনে মহান মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদানের জন্য সম্মাননা পাওয়া বিদেশী বন্ধুদের আমন্ত্রণ জানানো।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন করেছে।
৪৩.	১৬ ডিসেম্বর / ১৭ ডিসেম্বর রাতে আমন্ত্রিত অতিথিদের (ওয়ার ভেটেরানদের) সম্মানে বিশেষ অনুষ্ঠানসহ নৈশ ভোজের আয়োজন করা।	১৭/১২/২১ তারিখে হোটেল সোনারগাঁওয়ে বাস্তবায়িত।
৪৪.	প্রত্যেক ইউনিয়ন, পৌর, সিটি কর্পোরেশনের প্রত্যেক ওয়ার্ডে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (মাদ্রাসাসহ) কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত বঙ্গবন্ধুর উপর ছড়া, কবিতা, গান, রচনা প্রতিযোগিতা সকল ছাত্রের অংশগ্রহণের মাধ্যমে কর্মসূচি পালন।	সকল ওয়ার্ডে ০১/০৩/২২, সকল উপজেলায় ০২/৩/২২, সকল ইউনিয়ন/পৌরসভায় ০৩/৩/২২, সকল সিটি কর্পোরেশন ও জেলা পরিষদে ০৫/৩/২২ তারিখে বাস্তবায়িত।
৪৫.	দেশাত্মবোধক সঙ্গীত, নৃত্য, আতশবাজি, ব্যাপক আলোকসজ্জা ইত্যাদির মাধ্যমে বছরব্যাপী আয়োজনের সমাপ্তি ঘোষণা করা।	২৬শে মার্চ থেকে ২৮ মার্চ পর্যন্ত সোহরাওয়ার্দী উদ্যান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যেমে উদযাপন করা হয়েছে এবং ৩১ মার্চ ২০২২ তারিখে ড্রোন শো, লাইটিং ও লেজার শো, আতশবাজি মাধ্যমে হাতিরঝিলে উদযাপন করা হয়েছে।
৪৬.	স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের দূতাবাসসমূহ এবং জেলা-উপজেলায় জাতীয় কর্মসূচীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে সম্ভাব্য কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।	কার্যক্রম বাস্তবায়িত।
৪৭.	১৯৭১ Genocide Mapping শিরোনামে কর্মসূচি গ্রহণ।	৮টি বিভাগে ভাস্কর্য প্রদর্শনী চলমান
৪৮.	Courtroom Drama on Bangabandhu Muder Trail শিরোনামে ড্রামা ও ওয়েব সিরিজ নির্মাণ।	কার্যক্রম চলমান। এছাড়া যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কার্যক্রম, শহিদ ৫০ জন বুদ্ধিজীবির উপর "মুজিব থেকে বঙ্গবন্ধু" এবং Secret Document (গোপনীয় দলিল) ভিত্তিক ১৩ পর্বায়ে ২০ মিনিট ব্যাপী সিরিয়াল প্রস্তুতের কার্যক্রম চলমান।
৪৯.	পথে পথে বিজয় শিরোনামে যশোর, কুমিল্লা, ত্রিপুরা, খুলনা, ফরিদপুর ও অন্যান্য স্থানে শত্রু মুক্ত হবার দিবস উদযাপন ।	৭টি অঞ্চলে (পঞ্চগড়, যশোর, গোপালগঞ্জ, কুমিল্লা, জামালপুর, কক্সবাজার ও সিলেট) বীর মুক্তিযোদ্ধা মহাসমাবেশ ও ১৩টি উপ-আঞ্চলিক বীর মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৫০.	মুক্তিযুদ্ধ অলিম্পিয়াড আয়োজন, মেডিসন গার্ডেন কনসার্ট, মুক্তিযুদ্ধ Interactive Game, দেশের ৫০টি জেলায় মুক্তিযুদ্ধ কমপ্লেক্সে Digital Edutainment Center স্থাপন, সুবর্ণজয়ন্তী ওয়েবসাইট ও কুইজ।	সুবর্ণজয়ন্তী ওয়েবসাইট, সুবর্ণজয়ন্তী কুইজ প্রতিযোগিতা এবং মেডিসন গার্ডেন কনসার্ট, আইসিটি বিভাগ বাস্তবায়ন করেছে।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের নিমিত্ত হাতিরঝিলে আয়োজিত ড্রোন শো।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের নিমিত্ত হাতিরঝিলে আয়োজিত ড্রোন শো।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের নিমিত্ত হাতিরঝিলে আয়োজিত ড্রোন শো।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের নিমিত্ত হাতিরঝিলে আয়োজিত ড্রোন শো।

বিদেশী মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের নিমিত্ত জয় বাংলার জয়োৎসব আয়োজন।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের নিমিত্ত জয় বাংলার জয়োৎসব আয়োজন।

অধ্যায় - ২
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের চলমান এবং পাইপলাইন প্রকল্পসমূহ

১. প্রকল্পের নামঃ অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসন নির্মাণ প্রকল্প

ক্রম	বিষয়		সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	প্রকল্পের উদ্দেশ্য		বাংলাদেশের অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীরাঙ্গনা/শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা/প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বিধবা স্ত্রী ও সন্তানদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য মুজিব বর্ষ এবং স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে ৩০০০০টি বাসস্থান (বীর নিবাস) নির্মাণ।
২	প্রকল্পের অনুমোদন পর্যায়		১৬/০৩/২০২১ খ্রি: তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত
৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা		● মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ● জেলা প্রশাসকের কার্যালয় (মহানগর সংশ্লিষ্ট) ● উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় (সকল)
৪	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়		৪১২২৯৮.৮৪ লক্ষ (চার হাজার একশ বাইশ কোটি আটানব্বই লক্ষ চুরাশি হাজার) টাকা
৫	বাস্তবায়নকাল		০১ জানুয়ারি ২০২১ হতে ৩১ অক্টোবর ২০২৩
৬	প্রকল্পের এলাকা		সমগ্র বাংলাদেশ
৭	কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ		অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ৩০০০০টি বাসস্থান (বীর নিবাস) নির্মাণ
৮	প্রকল্প পরিচালক		এম ইদ্রিস সিদ্দিকী (অতিরিক্ত সচিব) ই- মেইল: birnibash2021@gmail.com
৯	অগ্রগতি		৪০১২টি বীর নিবাস নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে; ১৭৩৬৬ টি বীর নিবাসের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপহার "বীর নিবাস"

২. প্রকল্পের নামঃ উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)

ক্রম	বিষয়	:	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	প্রকল্পের উদ্দেশ্যে		মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে তুলে ধরে সকলকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধকরণ, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কার্যক্রম অধিকতর সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য ভৌত সুবিধাদি বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন সাধন, দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের সন্তান-সন্ততিগণের আর্থ-সামাজিক কল্যাণ সাধন এবং ভবনের অর্জিত আয় থেকে উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহ, নির্মিত ভবনের রক্ষণাবেক্ষণ এবং ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় সৃষ্টি করা।
২	প্রকল্পের অনুমোদন পর্যায়		অনুমোদিত
৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা		● মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ● স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)
৪	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়		১২২৩৫৪ কোটি (এক হাজার দুইশত তেইশ কোটি চুয়ান্ন লক্ষ) টাকা
৫	বাস্তবায়নকাল		০১ জুলাই ২০১২ হতে ৩০ জুন ২০২৩
৬	প্রকল্পের এলাকা		৬৪ জেলার ৪৭০টি উপজেলা
৭	কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ		৪৭০টি উপজেলায় ৩ তলা বিশিষ্ট একটি করে মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ।
৮	প্রকল্প পরিচালক		জনাব মোঃ আব্দুল হাকিম, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি ই-মেইল: pd.umcb@gmail.com
৯	অগ্রগতি		৪২১ টি উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ২২ টি উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন

৩. প্রকল্পের নামঃ মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ (১ম সংশোধিত)

ক্রম	বিষয়	:	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	প্রকল্পের উদ্দেশ্যে		মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে তুলে ধরে সকলকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধকরণ, নতুন প্রজন্মকে স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ করে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে অবহিতকরণ, মহান মুক্তিযুদ্ধের সাথে সম্পৃক্ত জাতীয় ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা।
২	প্রকল্পের অনুমোদন পর্যায়		১৭/১০/২০১৭ খ্রি: (একনেক অনুমোদন)।
৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা		● মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ● স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)
৪	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়		২০৫৮৩.২০ লক্ষ (দুইশত পাঁচ কোটি তিরাশি লক্ষ বিশ হাজার) টাকা
৫	বাস্তবায়নকাল		০১ জুলাই ২০১৭ হতে ৩০ জুন ২০২৪
৬	প্রকল্পের এলাকা		৬৪টি জেলার ২৯৩টি উপজেলা।
৭	কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ		৬৪টি জেলার ২৯৩টি উপজেলার ৩৬০টি স্থানে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ/জাদুঘর নির্মাণ।
৮	প্রকল্প পরিচালক		জনাব মোঃ আব্দুল হাকিম, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি ইমেইল- pd.cumcp@gmail.com
৯	অগ্রগতি		২০৪টি স্মৃতিসৌধ ও ৩৮টি স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে; ৫০টি স্মৃতিসৌধ ও ২৯টি স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ

৪. প্রকল্পের নামঃ ঢাকাস্থ সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ (৩য় পর্যায়)

ক্রম	বিষয়		সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	প্রকল্পের উদ্দেশ্যে		১৯৭১-এ বঙ্গবন্ধুর মহান ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের উদাত্ত আহবান এবং পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর পরাজয় ও আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরের উজ্জ্বলতম স্মৃতিকে সংরক্ষণ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে বিভিন্ন সময়ের আন্দোলন ও ঘটনাসহ মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট তুলে ধরা।
২	প্রকল্পের অনুমোদন পর্যায়		অনুমোদিত
৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা		● মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ● গণপূর্ত অধিদপ্তর।
৪	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়		২৬৫,৪৪.৩০ লক্ষ (দুইশত পঁয়ষট্টি কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকা
৫	বাস্তবায়নকাল		০১ জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ৩০ জুন, ২০২২।
৬	প্রকল্পের এলাকা		ঐতিহাসিক সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান, ঢাকা।
৭	কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ		জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ, ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণ এবং ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধী কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণের স্থান সংরক্ষণসহ আনুষঙ্গিক উন্নয়ন কাজ সম্পাদন।
৮	প্রকল্প পরিচালক		জনাব মো: হাবিবুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। ই-মেইল: islammdhabibul@gmail.com
১০	অগ্রগতি		প্রকল্পটির ভৌত অগ্রগতি ৬৫%।

ঢাকার সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে অবস্থিত স্বাধীনতা স্তম্ভ

৫. প্রকল্পের নামঃ মুক্তিযুদ্ধকালে মিত্রবাহিনীর শহিদ সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ

ক্রম	বিষয়		সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	প্রকল্পের উদ্দেশ্যে		১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় মিত্রবাহিনীর ১৬৬১ জন সৈনিক জীবন উৎসর্গ করেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদ ভারতীয় মিত্র বাহিনীর ১৬৬১ জন সদস্যের জীবন উৎসর্গের বিষয়টি স্মৃতিবহ ও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয় করে রাখার নিমিত্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জ উপজেলায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের পার্শ্বে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ।
২	প্রকল্পের অনুমোদন পর্যায়		অনুমোদিত
৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা		● মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ● গণপূর্ত অধিদপ্তর।
৪	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়		৪৬৮০.২৩ লক্ষ (ছেচল্লিশ কোটি আশি লক্ষ তেইশ হাজার) টাকা।
৫	বাস্তবায়নকাল		০১ জুলাই ২০১৭ হতে ৩০ জুন ২০২৩।
৬	প্রকল্পের এলাকা		ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জ উপজেলা।
৭	কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ		মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদ ভারতীয় মিত্র বাহিনীর ১৬৬১ জন সদস্যের জীবন উৎসর্গের বিষয়টি স্মৃতিবহ ও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয় করে রাখার নিমিত্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জ উপজেলায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের পার্শ্বে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণসহ, কোমলমতি শিশুদের জন্য বিনোদন পার্কসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনা নির্মাণ।
৮	প্রকল্প পরিচালক		মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, উপসচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ই-মেইল- mjh15364@gmail.com
৯	অগ্রগতি		নির্বাচিত জমিতে বাউন্ডারি ওয়াল ও পাইলিং নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

৬. প্রকল্পের নামঃ নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ

ক্রম	বিষয়		সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	প্রকল্পের উদ্দেশ্যে		নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করণ
২	প্রকল্পের অনুমোদন পর্যায়		অনুমোদিত
৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা		মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৪	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়		৪৪৫৬.০০ (চুয়াল্লিশ কোটি ছাপ্পান্ন লক্ষ) টাকা
৫	বাস্তবায়নকাল		০১ জুলাই ২০১৭ হতে ৩০ জুন ২০২৩
৬	প্রকল্পের এলাকা		সমগ্র বাংলাদেশ।
৭	কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ		নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণের নিমিত্ত ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর বাস এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ/কর্মশালার মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক কর্মসূচি পালন।
৮	প্রকল্প পরিচালক		ডা. মু. আসাদুজ্জামান, উপসচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। ই-মেইল: asaddls12@gmail.com
৯	অগ্রগতি		প্রকল্পের আওতায় ৯৫১ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম, ০৮টি মুক্তির উৎসব এবং ৬৩টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ এর কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৯০%।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব মহোদয় কর্তৃক ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর বাস উদ্বোধন

ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর বাস প্রদর্শনীর খণ্ডচিত্র

৭. প্রকল্পের নামঃ শহিদ মুক্তিযোদ্ধা ও অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধিস্থল সংরক্ষণ ও উন্নয়ন (১ম পর্যায়)

ক্রম	বিষয়		সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	প্রকল্পের উদ্দেশ্য		মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগ্রতকরণের নিমিত্ত মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট তুলে ধরা এবং ১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে শহিদ মুক্তিযোদ্ধা এবং অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধিস্থল সংরক্ষণ ও নির্মাণ করা।
২	প্রকল্পের অনুমোদন পর্যায়		৩০/১০/২০১৮ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত।
৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা		● মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ● গণপূর্ত অধিদপ্তর।
৪	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়		৪৬০৯৭.৯৮ লক্ষ (চারশত ষাট কোটি সাতানব্বই লক্ষ আটানব্বই হাজার) টাকা।
৫	বাস্তবায়নকাল		০১ জুলাই ২০১৮ হতে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত
৬	প্রকল্পের এলাকা		সমগ্র বাংলাদেশ
৭	কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ		প্রাথমিকভাবে সমগ্র বাংলাদেশে ২০ (বিশ) হাজার মুক্তিযোদ্ধার সমাধি সংরক্ষণ ।
৮	প্রকল্প পরিচালক		রথীন্দ্র নাথ দত্ত, যুগ্মসচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ই-মেইল- rathin_bcs@yahoo.com
৯	অগ্রগতি		৩৬০৫টি সমাধিস্থল নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ৫৪৯০টি সমাধিস্থলের টেন্ডার সম্পন্ন হয়েছে।

শহিদ মুক্তিযোদ্ধা ও অন্যান্য বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধিস্থল সংরক্ষণ ও উন্নয়ন

৮. প্রকল্পের নামঃ ১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী কর্তৃক গণহত্যার জন্য ব্যবহৃত বধ্যভূমিসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ (২য় পর্যায়)

ক্রম	বিষয়		সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	প্রকল্পের উদ্দেশ্য		মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগ্রতকরণের নিমিত্ত মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট তুলে ধরা এবং ১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক গণহত্যার জন্য ব্যবহৃত বধ্যভূমিসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা।
২	প্রকল্পের অনুমোদন পর্যায়		১১/০৯/২০১৮ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত।
৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা		● মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ● গণপূর্ত অধিদপ্তর।
৪	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়		৪৪২৪০.১৩ লক্ষ (চারশত বিয়াল্লিশ কোটি চল্লিশ লক্ষ তের হাজার) টাকা
৫	বাস্তবায়নকাল		০১ জুলাই ২০১৮ হতে ৩০ জুন ২০২৩।
৬	প্রকল্পের এলাকা		৪০টি জেলার ১১০টি উপজেলা।
৭	কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ		২৮০টি বধ্যভূমি সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ;
৮	প্রকল্প পরিচালক		মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, উপসচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ই-মেইল: zalam1968@gmail.com
৯	অগ্রগতি		নভেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত ২০টি বধ্যভূমির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে; ১৭টি বধ্যভূমির নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে; ৭১টির কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।

পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী কর্তৃক গণহত্যার জন্য ব্যবহৃত বধ্যভূমি

৯. প্রকল্পের নামঃ মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্যানোরমা নির্মাণ প্রকল্প (কারিগরি সহায়তা)

ক্রম	বিষয়		সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	প্রকল্পের উদ্দেশ্যে		মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী স্মরণীয় করে রাখাসহ মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস ও মুক্তিকামী জনগণের আত্মত্যাগের মহিমা ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা
২	বাস্তবায়নকারী সংস্থা		মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপূর্ত এবং স্থাপত্য অধিদপ্তর।
৩	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়		৪৫২৭.৯৯ লক্ষ (পয়তাল্লিশ কোটি সাতাশ লক্ষ নিরান্নব্বই হাজার) টাকা।
৪	বাস্তবায়নকাল		জানুয়ারি, ২০২২ হতে ৩০ জুন, ২০২৪।
৫	প্রকল্পের এলাকা		১। মুন্সীগঞ্জ/গোপালগঞ্জ, ২। মুজিবনগর, মেহেরপুর।
৬	কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ		প্যানোরমা নির্মাণের লক্ষ্যে স্থাপত্য নকশা ও কাঠামোগত নকশা প্রণয়ন, প্যানোরমা নির্মাণ প্রকল্পের ব্যয় প্রাক্কলন, নির্মিতব্য প্যানোরমা দু'টির অপারেশনাল ফ্রেমওয়ার্ক নির্ধারণ এবং প্রকল্প সমাপ্তির পর প্যানোরমা রক্ষণাবেক্ষণের সংক্রান্ত গাইডলাইন প্রণয়ন ইত্যাদি।
৭	প্রকল্প পরিচালক		মোঃ মোফাজ্জল হোসেন, যুগ্মসচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ই-মেইল- mahossainjs@gmail.com
৮	অগ্রগতি		কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১০. প্রকল্পের নামঃ বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতাযুদ্ধের নৌকমান্ডো অভিযান 'অপারেশন জ্যাকপট' বিষয়ে পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রকল্প

ক্রম	বিষয়		সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	প্রকল্পের উদ্দেশ্যে		মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় সাহসী অভিযান 'অপারেশন জ্যাকপট' নিয়ে বাংলাদেশের সাধারণ জনগণের জন্য একটি সঠিক তথ্য নির্ভর বিনোদনমূলক চলচ্চিত্র নির্মাণ।
২	বাস্তবায়নকারী সংস্থা		মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৩	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়		২৩৫০.০০ লক্ষ (তেইশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা।
৪	বাস্তবায়নকাল		০১ জানুয়ারি, ২০২২ হতে ৩০ জুন, ২০২৩।
৫	প্রকল্পের এলাকা		সমগ্র বাংলাদেশ
৬	কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ		বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য 'অপারেশন জ্যাকপট' চলচ্চিত্র নির্মাণ।
৭.	প্রকল্প পরিচালক		মোঃ মিজানুর রহমান, উপসচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ই-মেইল- dsadmin1@molwa.gov.bd
৮	অগ্রগতি		কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১১. প্রকল্পের নামঃ বীরের কণ্ঠে বীরগাঁথা

ক্রম	বিষয়		সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	প্রকল্পের উদ্দেশ্যে		১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী যে সকল মুক্তিযোদ্ধা এখনও আছেন তাঁদের সাক্ষাৎকার আগামী প্রজন্মের জন্য সংগ্রহ, সম্প্রচার ও সংরক্ষণ। পাশাপাশি তাঁদেরকে মুজিব শতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে নতুন প্রজন্মের সাথে সম্মিলন ঘটানো ও নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের রণাঙ্গনের স্মৃতি নিয়ে তথ্যচিত্র এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে বিভিন্ন সেক্টরে সংঘটিত সম্মুখ যুদ্ধসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর ডকুমেন্টারি নির্মাণ করে জাতীয়ভাবে ই-আর্কাইভ স্থাপন।
২	বাস্তবায়নকারী সংস্থা		মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়		৪৯৫৭.০৫ লক্ষ (উনপঞ্চাশ কোটি সাতান্ন লক্ষ পাঁচ হাজার) টাকা
৪	বাস্তবায়নকাল		০১ জুলাই, ২০২২ হতে ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৪।
৫	প্রকল্পের এলাকা		সমগ্র বাংলাদেশ।
৬	কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ		বীর মুক্তিযোদ্ধার রণাঙ্গনের স্মৃতি সংরক্ষণ, ডকুমেন্টারি নির্মাণ, নির্মিত তথ্যচিত্র এবং ডকুমেন্টারি সংরক্ষণ, তথ্যচিত্র ও ডকুমেন্টারি সম্প্রচার ও আর্কাইভকরণ।
৭	প্রকল্প পরিচালক		আসিফ মাহমুদ উপসচিব মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয় ই-মেইল- pstosec@molwa.gov.bd

১২. প্রকল্পের নামঃ বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন প্রকল্প (জামুকা)

ক্রম	বিষয়	:	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	● মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শ সমুন্নত রেখে বঙ্গবন্ধুর আজন্ম লালিত স্বপ্নের একটি সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণ ও মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস ও স্মৃতি সংরক্ষণ করা।
২	প্রকল্পের অনুমোদন পর্যায়	:	অনুমোদিত
৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	● মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ● জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (জামুকা)
৪	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	২১৯৫.৪৮ লক্ষ (একুশ কোটি পঁচানব্বই লক্ষ আটচল্লিশ হাজার) টাকা
৫	বাস্তবায়নকাল	:	জানুয়ারি, ২০২২ হতে জুন, ২০২৪।
৬	প্রকল্পের এলাকা	:	সমগ্র বাংলাদেশ।
৭	কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	বিভাগীয় পর্যায়ে সভা সেমিনার, বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ সর্বজনবিদিত করা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন, জাতীয় সংগীত ও জাতীয় পতাকার মর্যাদা সমুন্নত রাখা, জামুকার নিবন্ধীত ২৭০টি সমিতিকে সহযোগিতা, প্রচার-প্রচারণা, ফটোগ্রাফি, ডকুমেন্টেশন (টেলিভিশন, পত্রিকা ও অন্যান্য মাধ্যমে বিজ্ঞাপন এবং TVC তৈরি)
৮	প্রকল্প পরিচালক	:	ড. নুরুল আমীন, উপসচিব , মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ই-মেইল- nurulaminnahid@gmail.com

১৩ . প্রকল্পের নামঃ মুক্তিযুদ্ধের সময় ক্ষতিগ্রস্থ জাহাজ এম.ভি.আকরাম-কে উপজীব্য করে নারায়ণগঞ্জে একটি নৌ-জাদুঘর স্থাপনের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প

ক্রম	বিষয়		সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	প্রকল্পের উদ্দেশ্য		মুক্তিযুদ্ধের সময় ক্ষতিগ্রস্থ জাহাজ এম.ভি.আকরাম-কে উপজীব্য করে নারায়ণগঞ্জে একটি নৌ-জাদুঘর স্থাপনের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প
২	বাস্তবায়নকারী সংস্থা		মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়		৩৯৪ লক্ষ (তিন কোটি চুরানব্বই লক্ষ) টাকা
৪	বাস্তবায়নকাল		০১ জানুয়ারি, ২০২২ হতে ৩০ মার্চ, ২০২৩।
৫.	প্রকল্প পরিচালক		ড. অমিতাভ চক্রবর্তী, উপসচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ই-মেইল- dsdev@molwa.gov.bd

১৪ . প্রকল্পের নামঃ ফরিদপুরে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিসৌধ ও জাদুঘরসহ বঙ্গবন্ধু উদ্যান স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা

ক্রম	বিষয়		সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	প্রকল্পের উদ্দেশ্য		ফরিদপুরে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিসৌধ ও জাদুঘরসহ বঙ্গবন্ধু উদ্যান স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা
২	বাস্তবায়নকারী সংস্থা		মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়		৩৬৩ লক্ষ (তিন কোটি তেষট্টি লক্ষ) টাকা
৪	বাস্তবায়নকাল		০১ জানুয়ারি, ২০২২ হতে ৩০ মার্চ, ২০২৩।
৫.	প্রকল্প পরিচালক		আমজাদ হোসেন, উপসচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় মেইলঃ amjadh15@gmail.com

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পাইপলাইন প্রকল্পসমূহঃ

১. প্রকল্পের নামঃ মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিকেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প

ক্রম	বিষয়		সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	প্রকল্পের উদ্দেশ্যে		১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে মেহেরপুরের মুজিবনগরে সংঘটিত ঐতিহাসিক রাজনৈতিক পটভূমি দেশবাসীর কাছে তুলে ধরা। স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস নতুন প্রজন্মের কাছে বিবৃত করা। জাতীয় দিবসে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও কার্যক্রম সংঘটিত করা, যার মাধ্যমে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের চিরস্থায়ী স্মৃতিকে উদ্দীপ্ত করা। দেশবাসীর মধ্যে স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করণ।
২	প্রকল্পের অনুমোদন পর্যায়		অনুমোদনের কার্যক্রম চলমান।
৩	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়		৪০৯০৯.৮৬ লক্ষ (চারশত নয় কোটি নয় লক্ষ ছিয়াশি হাজার) টাকা
৪	বাস্তবায়নকাল		০১ জানুয়ারি ২০২৩ হতে ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৬।
৫	প্রকল্পের এলাকা		মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলা।
৬	কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ		জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ জাতীয় চার নেতার ব্রোঞ্জের ভাস্কর্য নির্মাণ, মুজিবনগর সরকারের শপথ গ্রহণের ব্রোঞ্জের ভাস্কর্য নির্মাণ, শেখ হাসিনা মঞ্চ নির্মাণ, মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলী সম্বলিত ডিওরোমা নির্মাণ, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন হতে ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলীর বিবরণ সম্পর্কিত ইতিহাস পরিক্রমা (History Walk) নির্মাণ, ভাস্কর্য উদ্যান (Sculpture Garden) নির্মাণ, ম্যুরাল, পেইন্টিং স্থাপন।
৭	অগ্রগতি		প্রকল্পটির উপর গত ২০/০৫/২০২১ তারিখে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠনের জন্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২. প্রকল্পের নামঃ মুক্তিযুদ্ধ ভবন নির্মাণ

ক্রম	বিষয়	:	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	প্রকল্পের উদ্দেশ্যে	:	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের মালিকানাধীন জমিতে 'মুক্তিযুদ্ধ ভবন' নামে একটি বহুতল অফিস ভবন নির্মাণ।
২	প্রকল্পের অনুমোদন পর্যায়	:	প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান।
৩	অগ্রগতি	:	ঢাকার তেজগাঁওয়ে মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট এর জমিতে মুক্তিযুদ্ধ ভবন নির্মাণের স্থাপত্য নকশা তৈরির লক্ষ্যে স্থাপত্য অধিদপ্তরকে ডিজিটাল সার্ভে সহ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এর নেতৃত্বে গঠিত কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত মুক্তিযুদ্ধ ভবনের ভৌত অবকাঠামোর বিস্তারিত চাহিদা নির্ধারণ ও চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে ২৩/০২/২০২১ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সভার সিদ্ধান্ত এবং এপ্রিল, ২০২১ মাসে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রস্তাবিত/নির্মিতব্য মুক্তিযুদ্ধ ভবনে স্থাপনযোগ্য প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের স্পেস সংশ্লিষ্ট চাহিদা সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

অধ্যায় - ৩
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ

- বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট
- জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (জামুকা)
- মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট

১.০ বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের পরিচিতি ও কার্যক্রম

মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার/যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা/মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার/খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারবর্গের (সশস্ত্র বাহিনী, মুজিব বাহিনী, বাংলাদেশ পুলিশ, বিজিবি, কিলো ফ্লাইট, বাংলাদেশ আনসার সদস্য) কল্যাণ কার্যক্রম পরিচালনার্থে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশ ৯৪/১৯৭২ বলে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রদত্ত ৯টি শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ৯টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসহ মোট ১৮টি শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রম শুরু হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৯৭৮ সালে আরও ১১টি শিল্প প্রতিষ্ঠান ট্রাস্টকে প্রদান করা হয়। এছাড়া ট্রাস্ট নিজস্ব উদ্যোগে ৩টি প্রতিষ্ঠান ক্রয় করে। সব মিলিয়ে ট্রাস্টের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৩২টি। ১৯৮০-১৯৯০ সালের মাঝামাঝি সময়ে পুঁজি প্রত্যাহারজনিত কারণে ৭টি প্রতিষ্ঠান বিক্রি করা হয় এবং ৮টি প্রতিষ্ঠান গুটিয়ে ফেলা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের ১৭টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে ৩৪টি প্রতিষ্ঠান/প্লটে বিভক্ত করে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের সর্বোচ্চ পরিচালনা পর্ষদ ট্রাস্টি বোর্ড। উক্ত ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। এছাড়া ট্রাস্ট এবং ট্রাস্টাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ চালুকরণ, বিকল্প ব্যবহারসহ সার্বিক তদারকির জন্য মাননীয় মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে নির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

২.০ ভিশন ও মিশন

ভিশন: শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার এবং সশস্ত্র বাহিনীভুক্ত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারবর্গের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করা।

মিশন: শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার এবং সশস্ত্র বাহিনীভুক্ত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারবর্গের সার্বিক কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের সম্মানিত করা।

৩.০ বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যাবলী:

- যুদ্ধাহত/খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ/মৃত যুদ্ধাহত/মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধার পরিবারের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে অর্থ, পণ্য বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো সহায়তা প্রদান;
- বিভিন্ন প্রকল্প বা কর্মসূচি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও উহার ব্যবস্থাপনা;
- যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণকে ঔষধপত্রসহ দেশে ও বিদেশে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা প্রদান;
- যুদ্ধাহত/খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ/মৃত যুদ্ধাহত/মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধার পরিবারের জন্য পুনর্বাসন ও প্রশিক্ষণকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণসহ উহার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন;
- যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, খেতাবপ্রাপ্ত এবং শহিদ ও মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সুবিধাভোগী সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান;
- ট্রাস্টের মালিকানাধীন স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা;
- যুদ্ধাহত/খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ/মৃত যুদ্ধাহত/মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধার পরিবারের সম্মানী ভাতা, রেশন সুবিধাসহ উৎসব ভাতা প্রদান;
- স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন ও ধারণ এবং
- ট্রাস্টের তহবিল গঠন ও উহার ব্যবস্থাপনা।

৪.০ বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক প্রদেয় সম্মানী ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত তথ্য:

যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পঙ্গুত্বের মাত্রা অনুযায়ী চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করে রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা প্রদান করা হয়। এ ছাড়া শহিদ পরিবার ও মৃত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবার এবং বীরশ্রেষ্ঠ পরিবারকে নির্ধারিত হারে ভাতা প্রদান করা হয়।

(ক) যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা:

ক্র: নং	ক্যাটাগরি	মাসিক ভাতা	মাসিক চিকিৎসা ভাতা	সাহায্যকারী ভাতা	খাদ্য ভাতা	মাসিক মোট ভাতা
০১	(পঙ্গুত্বের মাত্রার ভিত্তিতে)	৩০,০০০/-	২,০০০/-	৮,০০০/-	৫,০০০/-	৪৫,০০০/-
০২	'এ' (পঙ্গুত্ব ৯৬% - ১০০%)	২৮,০০০/-	২,০০০/-	-	৫,০০০/-	৩৫,০০০/-
০৩	'বি' (পঙ্গুত্ব ৬১% - ৯৫%)	২৩০০০/-	২,০০০/-	-	৫,০০০/-	৩০,০০০/-
০৪	'সি' (পঙ্গুত্ব ২০% - ৬০%)	২০,০০০/-	২,০০০/-	-	৫,০০০/-	২৭,০০০/-
০৫	'ডি' (পঙ্গুত্ব ০১% - ১৯%)	২৩,০০০/-	২,০০০/-	-	৫,০০০/-	৩০,০০০/-
০৬	শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার	১৮,০০০/-	২,০০০/-	-	৫,০০০/-	২৫,০০০/-
০৭	মৃত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবার	২৮,০০০/-	২,০০০/-	-	৫,০০০/-	৩৫,০০০/-

(খ) বীরশ্রেষ্ঠ/শহিদ/মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সম্মানী ভাতা :

ক্র: নং	ক্যাটাগরি	মাসিক ভাতা	মাসিক চিকিৎসা ভাতা	মাসিক খাদ্য ভাতা	মাসিক মোট ভাতা
০১	(পঙ্গুত্বের মাত্রার ভিত্তিতে)	২৩,০০০/-	২,০০০/-	৫,০০০/-	৩০,০০০/-
০২	শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার	২৩,০০০/-	২,০০০/-	৫,০০০/-	৩০,০০০/-
০৩	মৃত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবার	২৮,০০০/-	২,০০০/-	৫,০০০/-	৩৫,০০০/-

(গ) খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাপ্য সম্মানী ভাতা:

ক্র: নং	ক্যাটাগরি	মাসিক ভাতার হার
১	বীর শ্রেষ্ঠ	৩৫,০০০/-
২	বীর উত্তম	২৫,০০০/-
৩	বীর বিক্রম	২০,০০০/-
৪	বীর প্রতীক	২০,০০০/-

(ঘ) যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ ও মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের প্রাপ্ত অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা:

০১।	শিক্ষা ভাতা (অনধিক ২ সন্তান)		বার্ষিক প্রতি সন্তান ১৬০০/- টাকা। সন্তানদের স্নাতক পর্যন্ত বিনা বেতনে অধ্যয়নের ব্যবস্থা;
০২।	বিবাহ ভাতা (অনধিক ২ কন্যা)		প্রতি কন্যা ১৯,২০০/- টাকা (এককালীন);
০৩।	ঈদ বোনাস ২টি		মূল ভাতার সমপরিমাণ।
০৪।	প্রীতিভোজ		জন প্রতি ২৪০/- টাকা হারে মোট ৪৮০/- টাকা।
০৫।	(২৬ মার্চ ও ১৬ ডিসেম্বর)		২০% ও তদুর্ধ্ব পঙ্গুত্ব যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাগণ ট্রাস্টের চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা বিল পেয়ে থাকেন।
	(খ) বিদেশে চিকিৎসা খরচ		২০% ও তদুর্ধ্ব পঙ্গুত্বপ্রাপ্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাগণ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সমন্বয়ে গঠিত মেডিকেল বোর্ডের সুপারিশক্রমে ভারত, থাইল্যান্ড ও সিঙ্গাপুরে উন্নত চিকিৎসার সুবিধা পেয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে ট্রাস্ট কর্তৃক নির্বাহকৃত ব্যয়ের পরিমাণ সর্বোচ্চ ৮.০০ (আট) লক্ষ টাকা।
০৬।	কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ		যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ চলাচলের জন্য মোটরাইজড হুইল চেয়ার, ক্র্যাচ, লাঠি, কৃত্রিম অঙ্গ, জুতা-মোজা, শ্রবণ যন্ত্র, চশমা ইত্যাদি পেয়ে থাকেন।
০৭।	আবহাওয়া পরিবর্তন		হুইল চেয়ারে চলাচলকারী যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের জন্য বৎসরে একবার কক্সবাজারে আবহাওয়া পরিবর্তন/ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়।

০৮।	বার্ষিক ক্রীড়া ও বনভোজন	ঢাকায় অবস্থানরত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, তাদের পরিবার এবং শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের জন্য বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বনভোজন আয়োজন করা হয়।
০৯।	জাতীয় শোক দিবস ও অন্যান্য জাতীয় দিবস পালন	প্রতি বছর ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয়। এছাড়া ৭ মার্চ জাতীয় ঐতিহাসিক দিবস, স্বাধীনতা দিবস, শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস, বিজয় দিবস, বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী, ও মুজিবনগর দিবসসহ অন্যান্য দিবস পালন করা হয়।
১০।	মৃতদেহ দাফন/সৎকার	রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতাপ্রাপ্ত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা মৃত্যুবরণ করলে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী মৃতদেহ দাফন/সৎকারের ব্যয় নির্বাহ করা হয়।
১১।	পানি ও পয়ঃ নিষ্কাশন বিল মওকুফ	সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বসবাসরত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার গৃহস্থালী কাজে ব্যবহৃত পানির বিল মওকুফ সুবিধা পেয়ে থাকেন।
১২।	বাড়ির হোল্ডিং ট্যাক্স মওকুফ	সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বসবাসরত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার নিজস্ব হোল্ডিং ট্যাক্স মওকুফ সুবিধা পেয়ে থাকেন।
১৩।	হুইলচেয়ারধারী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মোবাইল ফোন	চিকিৎসা ও অন্যান্য কাজে ট্রাস্টের সাথে যোগাযোগের জন্য হুইল চেয়ারে চলাচলকারী যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদেরকে ট্রাস্ট থেকে মোবাইল ফোন দেয়া হয়েছে। এজন্য তাঁরা মাসিক ১১০০/- টাকা পর্যন্ত মোবাইল কার্ড সুবিধা প্রাপ্য হচ্ছেন।
১৪।	পথ্য বিল	যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পথ্য বিল বাবদ মাসিক ৩.১২২/-টাকা হারে প্রদান করা হচ্ছে।
১৫।	পরিচয়পত্র	যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের (২০% থেকে তদুর্ধ্ব পঙ্গুত্বপ্রাপ্ত) পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়। তাঁরা পরিচয়পত্র প্রদর্শন করে তাঁদের প্রাপ্য সুবিধা গ্রহণ করেন।
১৬।	গ্যাস বিল ও বিদ্যুৎ বিল মওকুফ সুবিধা	শহিদ ও যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা / পরিবারের সদস্যগণ গ্যাস বিল ও বিদ্যুৎ বিল মওকুফ সুবিধা পেয়ে থাকেন
১৭।	ফ্ল্যাট ও দোকান বরাদ্দ	শহিদ ও যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা / পরিবারের সদস্যগণ ফ্ল্যাট ও দোকান বরাদ্দ পেয়ে থাকেন

(৪) উৎসব ভাতাদি:

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৭/০৫/২০২১ খ্রি: তারিখে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে মহান মুক্তিযুদ্ধে অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, এবং শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে প্রদত্ত মাসিক সম্মানী ভাতার অতিরিক্ত হিসেবে নিম্নোক্ত ছকে উল্লিখিত হারে ও শর্তে উৎসব ভাতাদি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে:

ক্র: নং	বিবরণ	উৎসব ভাতা	মহান বিজয় দিবস ভাতা (শুধু জীবিত বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রাপ্য)	বাংলা নববর্ষ ভাতা	শর্ত
০১।	খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা	(০২টি)	৫,০০০/-	২,০০০/-	১০,০০০/-টাকা হারে ২টি উৎসব ভাতা বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ পরিবারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।
০২।	যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা	-	৫,০০০/-	২,০০০/-	-ঐ-
০৩।	শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা	-	-	২,০০০/-	-ঐ-

(চ) রেশন সুবিধা:

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের ভাতাভোগী সকল শ্রেণির যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ পরিবার, মৃত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, ৭ জন বীর শ্রেষ্ঠ পরিবার ও তারামন বিবি, বীর প্রতীক এবং খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে রেশন সামগ্রী পেয়ে প্রদান করা হয়। মাসিক রেশন সামগ্রী প্রাপ্যতার হার নিম্নরূপ:

রেশন সামগ্রীর নাম	১ সদস্য বিশিষ্ট (কেজি)	২ সদস্য বিশিষ্ট (কেজি)	৩ সদস্য বিশিষ্ট (কেজি/লিটার)	৪ সদস্য বিশিষ্ট (কেজি/লিটার)
চাউল সিদ্ধ/আতপ	১১	২০	৩০	৩৫
আটা	১২	২০	২৫	৩০
চিনি	১.৭৫	৩	৪	৫
ভোজ্য তেল	২.৫	৪.৫	৬	৮
ডাল	৩.৫	৫.৫	৭	৮

বিঃদ্রঃ যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা / মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা/ শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারবর্গকে ১-১-১৯৭৩ হতে ৩০-১১-১৯৮৭ পর্যন্ত ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী, ৩১-১২-১৯৮৭ হতে ২২-১০-২০০১ পর্যন্ত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী এবং ২৩-১০-২০০১ হতে অদ্যাবধি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতাসহ অন্যান্য সুবিধাদি প্রদান করা হচ্ছে।

ছ) বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি প্রদান:

বঙ্গবন্ধু ছাত্র বৃত্তি নীতিমালা-২০১২ এর আওতায় প্রতিবছর ৬০০ জনকে বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষায় ৩,৯৬৬ জন, ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ারিং-এ অধ্যয়নরত ৬১১ জন এবং ০৩ জন পিএইচডি গবেষকসহ মোট ৪,৫৭৭ জনকে বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্রঃ নং	শিক্ষার ধরণ	মেয়াদকাল	প্রদত্ত টাকার পরিমাণ (মাসিক হার)	পূর্বে ছাত্রবৃত্তি তহবিলে স্থিতি (৩১-১২-২০২০খ্রিঃ)	বর্তমানে ছাত্রবৃত্তি তহবিলে স্থিতি
০১	সাধারণ শিক্ষা	০৫ (পাঁচ) বছর	১,০০০/-	৪৩ কোটি টাকা (তেতাল্লিশ কোটি)	১১৫.৯২৩৮ কোটি টাকা (একশত পনেরো কোটি বিরানব্বই লক্ষ আটত্রিশ হাজার)
০২	ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ারিং	০৫ (পাঁচ) বছর	১,৫০০/-		
০৩	পিএইচডি	০৩ (তিন) বছর	২০,০০০/-		

৫.০। বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের-২০২১-২০২২ অর্থবছরে আয়-ব্যয়ের বিবরণী (প্রভিশনাল):

আয়

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১।	এফডিআর এর সুদ	২০,৭৮,৬০,৯৬০/-
২।	এসটিডি হিসাবের উপর প্রাপ্ত সুদ	৮,৪৫,০০,০০০/-
৩।	ট্রাস্ট প্রধান কার্যালয়সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ভাড়া	৩০,২৮,০৬,৮৮৪/-
৪।	বিবিধ আয়	১,১২,০০,০০০০/-
	মোট আয়	৬০,৭১,৬৭,৮৪৪/-

ব্যয়:

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১।	বেতন-ভাতাদি (সকল প্রতিষ্ঠানসহ)	১৫,২১,৬০,০০০/-
২।	প্রশাসনিক ব্যয় (টেলিফোন, বিদ্যুৎ, পানি, ওভারটাইম, আনসারদের বেতন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, আপ্যায়ন, কল্যাণ ব্যয় ইত্যাদি)	৬,৬০,০০,০০০/-
৩।	বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি	৫,১৩,০০,০০০/-
	মোট ব্যয়	২৬,৯৪,৬০,০০০/-
	নিট মুনাফা (আয়-ব্যয়)	৩৩,৯৪,৬০,০০০/-

(তেত্রিশ কোটি চুরানব্বই লক্ষ ষাট হাজার টাকা)

৬.০। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি (১৯৭২-মে ২০২২) পর্যন্ত

ক্রঃ	বিবরণ	আপত্তির সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ
(১)	ট্রাস্ট প্রধান কার্যালয়সহ ০২টি চালু প্রতিষ্ঠান ও ১৮টি বন্ধ প্রতিষ্ঠানের (১৯৭২-২০২২ সন পর্যন্ত) অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি;	৫,৬৮২ টি	৯,০৮১৩.৭৩ লক্ষ টাকা।
(২)	১৯৭২ থেকে মে ২০২২ পর্যন্ত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে	৫,১২৫ টি	৫,০৬৭৮.৩৬ লক্ষ টাকা।
(৩)	অবশিষ্ট অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা	৭৩৫ টি	৪,০১৩৫.৩৭ লক্ষ টাকা।

৬.১। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের নিরীক্ষা আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য:

(কোটি টাকায়)

অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি		অডিট আপত্তি (চলতি অর্থ বছর)		নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি (চলতি অর্থ বছর)	
সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ	সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ	সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ
১৬২০	৬০,৬১২.৩১	-	-	১,০৬৩	২০,৪৭৬.৯৪

৭.০। অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা, বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি ও চিকিৎসা বিল

ক্রঃ	বিবরণ	মন্তব্য
(১)	এপ্রিল ২০১৩ থেকে যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা 'অনলাইন ব্যাংকিং' এর মাধ্যমে তাঁদের স্ব-স্ব ব্যাংক একাউন্টে পরিশোধের প্রক্রিয়া চালু করা হয়।	দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে এ বিলের জন্য যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ঢাকায় যাতায়াত কষ্ট লাঘব হয়েছে এবং আর্থিক সাশ্রয় হয়েছে।
(২)	বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি অনলাইন ব্যাংকিং' এর মাধ্যমে তাঁদের স্ব-স্ব ব্যাংক একাউন্টে পরিশোধের প্রক্রিয়া চালু করা হয়।	
(৩)	চিকিৎসা বিলের অর্থ চেকের পরিবর্তে 'অনলাইন ব্যাংকিং' এর মাধ্যমে তাঁদের স্ব-স্ব ব্যাংক একাউন্টে পরিশোধের প্রক্রিয়া চালু করা হয়।	

৮.০। বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক ২০২০-২০২১ গৃহীত অর্থবছরের উন্নয়ন প্রকল্প, বাস্তবায়নাধীন ও প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহের সংক্ষিপ্ত তথ্যচিত্র:

৮.১। স্বাধীনতা ভবন: (প্রধান কার্যালয়) :

৮৮ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা ট্রাস্টের প্রধান কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। জমির পরিমাণ ১৩.০০ শতক। ২য়, ৪র্থ ও ৫ম তলার সম্পূর্ণ এবং ৩য় তলার আংশিক ট্রাস্টের অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ৩য় তলার আংশিক এবং নীচ তলার সম্পূর্ণ অংশ ভাড়া প্রদান করা হয়েছে। ভবনটি ভাঙ্গা ও অপরিচ্ছন্ন ছিল। ২০২১ সালে মেরামত ও রং করে ব্যবহারের উপযোগী ও সৌন্দর্যবর্ধন করা হয়েছে।

৮.২। গুলিস্তান শপিং কমপ্লেক্স (পুরাতন নাম: গুলিস্তান ও নাজ সিনেমা হল)

০২ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকাতে অবস্থিত। জমির পরিমাণ-৬১.৪০ শতক। উক্ত স্থানে বিটি পদ্ধতিতে (নির্মাণ ও হস্তান্তর) ০২টি বেইজমেন্টসহ ২০ তলা ভবন নির্মাণের জন্য ২০০১ সালে ডেভেলপার দি ওয়েস্টার্ণ ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ-এর সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী ২০০৮ সাল পর্যন্ত ০২টি বেইজমেন্টসহ ৯তলা নির্মাণ সম্পন্ন এবং ১০ম ও ১১তম তলা শুধুমাত্র কাঠামো নির্মাণ করা হয়। গুলিস্তান শপিং কমপ্লেক্সের অ-সমাপ্ত নির্মাণ কাজ (উর্ধমুখী সম্প্রসারণসহ আনুষঙ্গিক সকল কাজ) সম্পাদনের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদনের আলোকে গত ২৬/০৪/২০২২খ্রি: তারিখে পূর্বতন ডেভেলপার দি ওয়েস্টার্ণ ইঞ্জিনিয়ারস লিঃ-এর সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী ডেভেলপার নির্মাণ কাজ শুরু করার পূর্বে ভবনের বিভিন্ন তলায় ও বেইজমেন্টের ময়লা পরিষ্কার ও সেফটি ও শেডের কাজ সম্পন্ন করেছে। গত ৩১/০৮/২০২২ খ্রি: তারিখে ১২তলা এবং ১২/১০/২০২২ খ্রি: তারিখে ১৩ তলার ছাদ ঢালাইয়ের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই ১৪ তলার কলাম ঢালাইয়ের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়াও ১০, ১১ ও ১২ তলার দেয়াল নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে।

৮.৩। পূর্ণিমা ফিলিং এন্ড সার্ভিস স্টেশন:

৪৭ টয়েনবি সার্কুলার রোড, ঢাকাতে অবস্থিত। জমির পরিমাণ- ১৪.৮৭ শতক। বর্তমানে ডিজেল ও অকটেন বিক্রি করা হচ্ছে। আয় বৃদ্ধির জন্য এলপিজি স্থাপন ও সার্ভিস সেন্টার আধুনিকায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এলপিজি স্থাপনের অনুমোদন গ্রহণের জন্য বিস্ফোরক অধিদপ্তরে আবেদন করা হয়। জায়গার পরিমাণ জনিত জটিলতায় অনুমোদন পাওয়া যায়নি। তবে জায়গাটি ঢাকা জেলা প্রশাসনের সার্ভেয়ার দ্বারা সরেজমিনে পরিমাপ করা হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে উক্ত স্থানে জমির পরিমাণ ১৪.৮৭ শতক। সে অনুযায়ী এলপিজি প্লান্ট স্থাপনের জন্য পুনরায় আধা-সরকারি পত্র দেয়া হয়েছে। বর্তমানে আধুনিকায়নের কার্যক্রম নেয়া হয়েছে।

৮.৪। ১/৬ গজনবি রোডে প্রস্তাবিত বহুতল ভবন:

মোহাম্মদপুর, ঢাকাতে অবস্থিত। জমির পরিমাণ-২০.২০ শতক। উক্ত জমিতে শেয়ারিং পদ্ধতিতে বাণিজ্যিক কাম আবাসিক ভবন নির্মাণের জন্য The Builders Engineer's Associates Ltd-M/S Chakori Construction (JV) বরাবরে ২০/০১/২০২২ খ্রি: তারিখে Notification of Award (NoA) দেয়া হয়েছে। ডেভেলপার NoA গ্রহণপূর্বক সাইনিং মানির ১,৯০,০০,০০০/-টাকা জমা দিয়েছে। গত ১৭/০৮/২০২২ খ্রি: তারিখে অবৈধ ১৭ জন দখলদারকে উচ্ছেদ করে উক্ত তারিখেই ডেভেলপারকে জায়গা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রস্তাবিত বহুতল ভবন ১/৬ গজনবি রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

৮.৫। রাজধানী ও নিউ রাজধানী সুপার মার্কেট:

৪৩, ৪৩/১, ৪৩/২ ও ৪৩/৪ হাটখোলা রোড, ঢাকাতে অবস্থিত। হুরলেও গাস এন্ড এ্যালুমিনিয়াম ওয়ার্কস এর জায়গায়। জমির পরিমাণ-৩.৮২ একর। উক্ত স্থানে ১৯৯৫ সালে রাজধানী ও নিউ রাজধানী সুপার মার্কেট নামে আধা-পাকা টিনসেড মার্কেট নির্মাণ করা হয়। উক্ত মার্কেটে ৩৫ বর্গফুট আকারের ১৭৯৬টি দোকান রয়েছে। উক্ত জমিতে (বিল্ড অপারেট এন্ড ট্রান্সফার) বিওটি পদ্ধতিতে বহুতল ভবন নির্মাণের জন্য ০৩/১০/২০২১ তারিখে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল। কোন দরপত্র পাওয়া যায়নি। নির্বাহী কমিটির ৫৭তম সভায় (২৮/১২/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি প্রস্তুত করা হয়েছে। ভবন নির্মাণের বিষয়ে দোকান মালিক সমিতির সাথে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। ইতোমধ্যে সমিতির নিকট হতে বরাদ্দকৃত দোকানদারদের তালিকা সংগ্রহ করা হয়েছে। উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য দোকানদার সমিতির পক্ষ হতে ০১ টি প্রস্তাব পাওয়া গেছে যা যাচাই-বাছাই করে সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হবে।

৮.৬। অফিস বাড়ি:

৪, হাটখোলা রোড, ঢাকাতে অবস্থিত। হুরলেও গাস এন্ড এ্যালুমিনিয়াম ওয়ার্কস এর জায়গা। জমির পরিমাণ- ২৬.৯৫ শতক। ডেভেলপারের মাধ্যমে শেয়ারিং পদ্ধতিতে বাণিজ্যিক কাম আবাসিক ভবন নির্মাণের জন্য মদিনা ডেভেলপমেন্টস লিঃ-এর সাথে ১৮/১০/২০১৮ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। উক্ত জায়গায় বসবাসকারীদের মামলার কারণে ডেভেলপারকে জায়গা বুঝিয়ে দেয়া সম্ভব হয়নি। বর্তমানে বসবাসকারী যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের (মুক্তিযোদ্ধা টাওয়ার-০১) এ ফ্ল্যাট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। গত ৩১/০৭/২০২২ তারিখে উক্ত জায়গায় বসবাসরত অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করে জায়গাটি ট্রাস্টের নিয়ন্ত্রণে এনে ডেভেলপারকে জায়গা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

৮.৭। পুরাতন তাবানি (প্রস্তাবিত মুক্তিযুদ্ধ ভবন) :

২৫৭ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকাতে অবস্থিত। মিরপুরস্থ তাবানি বেভারেজ কোম্পানি লিমিটেড এর জায়গা। জমির পরিমাণ- ১.০০ একর। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট ও জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের অফিস করার জন্য বহুতল বিশিষ্ট 'মুক্তিযুদ্ধ ভবন' নির্মাণের খসড়া ডিপিপি ২৮/০৯/২০২১ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা যাচাইয়ের লক্ষ্যে কনসালটেন্ট ফার্ম নিয়োগের জন্য ২১/১২/২০২১ তারিখে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে ০৬টি প্রস্তাব পাওয়া গেছে। প্রস্তাবগুলো মূল্যায়ন করে সংক্ষিপ্ত তালিকা করা হয়েছে। কারিগরি ও আর্থিক দরপ্রস্তাব আহ্বান করা হলে ০৪/০৪/২০২২ তারিখে ০৩টি প্রস্তাব পাওয়া যায়। মূল্যায়ন কার্যক্রম ১০/০৮/২০২২ তারিখে সম্পন্ন করা হয়েছে। ট্রাস্ট ও স্থাপত্য অধিদপ্তরের পর্যালোচনায় ট্রাস্ট নির্বাহী কমিটির একজন মাননীয় সদস্যের তত্ত্বাবধানে মুক্তিযুদ্ধের আবহমান ভবনের নকশা তৈরী করা হচ্ছে। তাছাড়া স্থাপত্য অধিদপ্তর হতেও ভবনের নকশা তৈরী করা হয়েছে। উভয় নকশা মাননীয় মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মুখে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।

৮.৮। জয় বাংলা বাণিজ্যিক ভবন:

৩৬ আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম এ অবস্থিত। ইস্টার্ণ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এর জায়গা। জমির পরিমাণ-২৪.০৯ শতক। উক্ত জায়গায় শেয়ারিং পদ্ধতিতে ০২টি বেইজমেন্টসহ ১৯তলা (২বি+১৭) বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবন হস্তান্তর/গ্রহণ করার লক্ষ্যে কাজের গুণগতমান পরীক্ষার জন্য এক্সপার্ট ফার্ম নিয়োগ করা হয়েছে। ৩০/০৬/২০২২ তারিখের মধ্যে হস্তান্তর / গ্রহণ কাজ সম্পন্ন করার কথা থাকলেও হস্তান্তর হয়নি। ইতোমধ্যে ০৯ টি ফ্লোর এর মধ্যে ০৬টি ফ্লোর হস্তান্তর / গ্রহণ করা হয়েছে। ভবনের সম্পূর্ণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভবনটি বুঝে নেয়া হবে।

১৯ তলা বিশিষ্ট জয়বাংলা বাণিজ্যিক ভবন

৮.৯। টাওয়ার-৭১:

৭১ আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম এ অবস্থিত। ইস্টার্ণ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এর জায়গা এ জমির পরিমাণ-১৯.২৭ শতক। উক্ত জায়গায় শেয়ারিং পদ্ধতিতে ০৪টি বেইজমেন্টসহ ২৫ তলা (৪বি+২৫) বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবন হস্তান্তর/গ্রহণ করার লক্ষ্যে কাজের গুণগতমান পরীক্ষার জন্য এক্সপার্ট ফার্ম নিয়োগ করা হয়েছে। ৩০/০৬/২০২২ খ্রি: তারিখের মধ্যে হস্তান্তর/গ্রহণ কাজ সম্পন্ন করার কথা থাকলেও হস্তান্তর হয়নি। ট্রাস্টের অংশের ১৩টি ফ্লোর এর মধ্যে ০২টি ফ্লোর বুঝে নিয়ে ভাড়া দেয়া হয়েছে। অবশিষ্ট ফ্লোরসমূহের মধ্যে চলতি মাসে আরও ০৩টি ফ্লোর ডেভেলপারের নিকট হতে বুঝে নেয়া হবে এবং আগামী এক মাসের মধ্যে ভবন হস্তান্তর/গ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।

২৯ তলা বিশিষ্ট টাওয়ার-৭১ বাংলাদেশের ১০ম উচ্চতম ভবন

জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (জামুকা)

১.০। জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের পরিচিতি ও কার্যক্রম

১.১। পরিচিতি

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ দেখাশোনার জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল গঠিত হয়। এটি জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল আইন, ২০০২ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়।

১.২। অভিলক্ষ্য (Mission)

বিদ্যমান আইন ও নীতিমালার আলোকে মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ সাধন এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

১.৩। রূপকল্প (Vission)

বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রাখা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণ সাধন।

১.৪। জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের কার্যক্রমসমূহ:

- মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়সহ জেলা, থানা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ;
- মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;
- রাষ্ট্রীয় ও সমাজ জীবনের সকল স্তরে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ সমুন্নত রাখা ও কার্যকরী করার লক্ষ্যে সকল শ্রেণীর শিশু-কিশোর, যুবক, ছাত্র, শ্রমিক, শিক্ষক, কৃষক, মহিলা, ব্যবসায়ী, সাংস্কৃতিক কর্মী ও সকল শ্রেণীর পেশাজীবীদের সমন্বয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে অংগ সংগঠন গঠন, নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান;
- মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধা সংশ্লিষ্ট সকল সংগঠন, সংঘ, সমিতি, যে নামে অভিহিত হউক না কেন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন;
- মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধা সংশ্লিষ্ট সকল সংগঠনের নিবন্ধীকরণ;
- মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধা সংশ্লিষ্ট সকল সংগঠনের নিবন্ধীকরণ ফিস, নবায়ন ফিস ইত্যাদি নির্ধারণ;
- মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও স্মৃতি রক্ষার্থে গৃহীত প্রকল্প পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান এবং ভবিষ্যৎ প্রকল্প গ্রহণ;
- সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তি, সংস্থা ও সংগঠন কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, স্মৃতি, আদর্শ সংক্রান্ত স্মৃতিসৌধ, ভাস্কর্য, যাদুঘর ইত্যাদি নির্মাণের অনুমতি প্রদান, রক্ষণাবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান;
- প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রণয়ন, সনদপত্র ও প্রত্যয়নপত্র প্রদানে এবং জাল ও ভুয়া সনদপত্র ও প্রত্যয়নপত্র বাতিলের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ প্রেরণ;
- মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত কার্যাবলী সম্পাদন;

২.০। সাংগঠনিক কাঠামো:

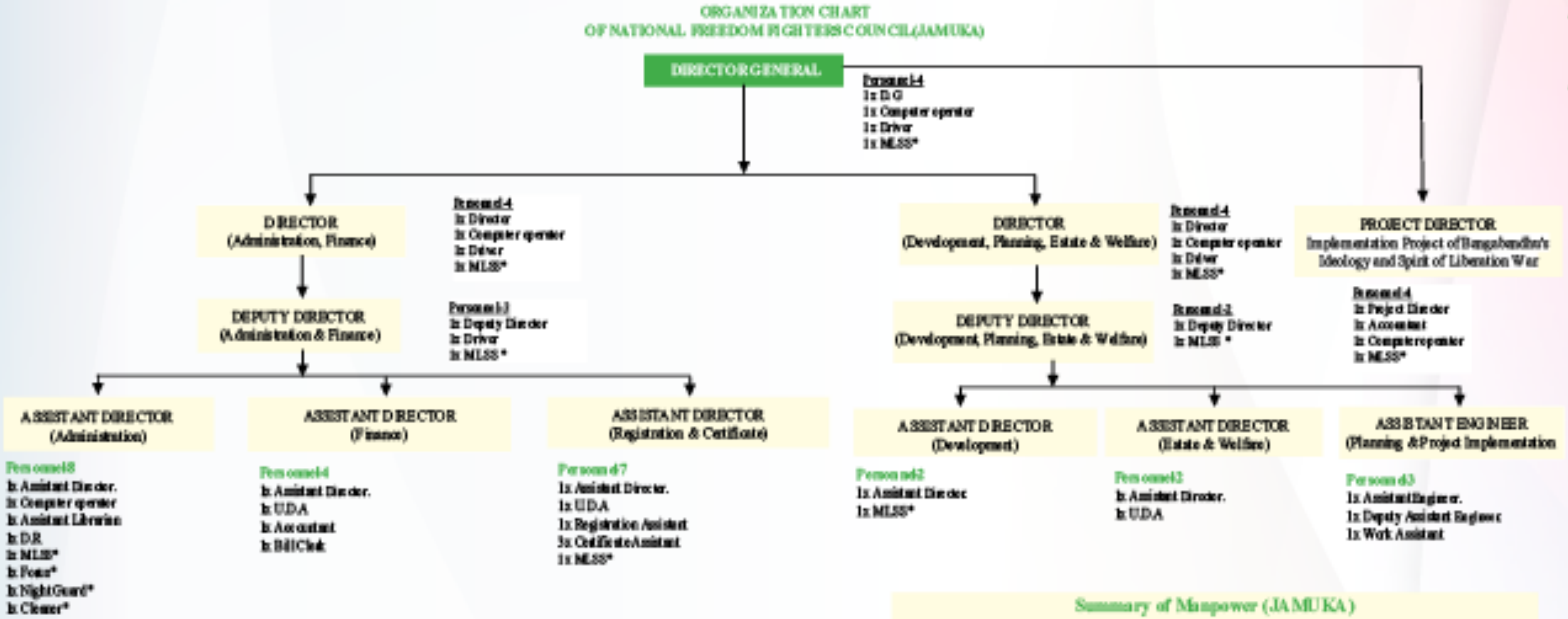

Authorization of Transport, Office Equipment & Miscellaneous Points

1. Transport

a. 3x Jeep
b. 1x Microbus
c. 2x Motor cycle
1 for Seaw, 1 for DR duty

2. Office Equipments

a. 2x Plain paper copier
b. 7x Computer (PC)
c. 1x Fax
d. 1x Duplicating Machine
e. 2x Air-conditioner/Cooler.
f. 12 x Intercom

* As per Order of Establishment Ministry Memo no- সম/সমন্বয়/বিঃ-৫(২) পুষি-১১/২০০৮-৩৩৭, তারিখ ২৮-১২-২০০৮ The Eleven 4th class employee will be appointed from outsourcing.

Summary of Manpower (JAMUKA)

SL. NO	Name of the Post		Number of the post	
1.	Director General		1	
2.	Director		2	
3.	Deputy Director		2	
4.	Assistant Director		5	
5.	Assistant Engineer		1	
		Class-I		11
1.	Sub Assistant Engineer		1	
		Class-II		01
1.	Computer Operator		4	
2.	U.D.A		3	
3.	Accountant		1	
4.	Bill Clerk		1	
5.	Registration Assistant		1	
6.	Certificate Assistant		3	
7.	Assistant Librarian		1	
8.	Work Assistant		1	
9.	Driver		4	
		Class-III		19
1.	Dispatch Rider		1	
		Class-IV		01
		Total =		32

Project Manpower

1.	Project Director		1
2.	Accountant (Additional Charge)		1
3.	Office Assistant Cum Computer Operator		1
4.	Work Assistant		1
		Total	4

৩.০। জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের উপদেষ্টা পরিষদ

স্মারক নং ৪৮.০০.০০০০.০০১.০০৪.৩৭.১৯৫.২০১৪-১০৭৬, তারিখ: ০৫ মে ২০১৪ প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সরকার জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল আইন ২০০২ (২০০২ সালের আট নং আইন) এর ৫(১) ধারামতে ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল পুনর্গঠন করা হয়।

০১	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	প্রধান উপদেষ্টা
০২	এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) এ.কে খন্দকার, বীর উত্তম হাউজ # ০৩,সড়ক সোনারগাঁও জনপথ, সেক্টর #৭, উত্তরা, ঢাকা-১২০৩	উপদেষ্টা
০৩	জনাব আকম মোজাম্মেল হক, এমপি মাননীয় মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	উপদেষ্টা
০৪	ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন, এমপি মাননীয় মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	উপদেষ্টা
০৫	ক্যাপ্টেন এ বি তাজুল ইসলাম (অব:), এমপি মাননীয় সভাপতি, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি	উপদেষ্টা
০৬	প্রফেসর আব্দুল মান্নান চৌধুরী ভাইস চ্যান্সেলর, ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ, ঢাকা	উপদেষ্টা
০৭	মেজর জেনারেল (অব:) জীবন কানাই দাস হাউজ # ২৫০, লেন # ০৩,ডিওএইচএস, বারিধারা, ঢাকা।	উপদেষ্টা

৪.০। জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের বর্তমান কমিটি

স্মারক নং ৪৮.০০.০০০০.০০১.০০৪.৩৭.১৯৫.২০১৩/১০৯, তারিখ: ২৩ মার্চ ২০২২ প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সরকার জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল আইন ২০০২ (২০০২ সালের আট নং আইন) এর ৬ (১) ধারামতে ৯ (নয়) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি আগামী ০৩ (তিন) বছরের জন্য পুনর্গঠন করা হয়।

ক্রমিক	মাননীয় সদস্যগণের নাম	পদবী
০১	জনাব আ.ক.ম মোজাম্মেল হক, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান
০২	জনাব আবুল হাসানাত আব্দুল্লাহ, এমপি, সংসদ সদস্য -১১৯, বরিশাল-১	সদস্য
০৩	জনাব শাজাহান খান, এমপি, সংসদ-২১৯,মাদারিপুর-২	সদস্য
০৪	জনাব ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন, এমপি, সংসদ সদস্য-২৭৮, চট্টগ্রাম-১	সদস্য
০৫	জনাব মোঃ আব্দুস শহিদ, এমপি, , সংসদ সদস্য-২৩৮, দিনাজপুর-৪	সদস্য
০৬	জনাব মোস্তাফিজুর রহমান , এমপি, , সংসদ সদস্য-৪৭, নওগাঁ-২	সদস্য
০৭	জনাব শহিদুজ্জামান সরকার, এমপি, , সংসদ সদস্য-৮৭, নওগাঁ-২	সদস্য
০৮	জনাব মো রশিদুল আলম, সাবেক সচিব, হাউজ নং-২৫, সড়ক নং-৮ বারিধারা আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২১২	সদস্য
০৯	জনাব মেজর (অবঃ) ওয়াকার হাসান, বীর প্রতীক,৯, রিং রোড শ্যামলী,ঢাকা-১২০৭	সদস্য

২০২১-২০২২ অর্থবছরের কার্যক্রম

৫.০। প্রশাসনিকঃ

৫.১। কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে) :

অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য*
-	-	-	-	-
৩২	১৯	১৩	-	অনুমোদিত পদের হ্রাস/বৃদ্ধি হয়নি।
৩২	১৯	১৩	-	-

৫.২। শূন্য পদের বিন্যাসঃ জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের শূন্য পদের বিন্যাস :

অতিরিক্ত সচিব/ তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণীর পদ	২য় শ্রেণীর পদ	৩য় শ্রেণীর পদ	৪র্থ শ্রেণীর পদ	মোট
-	-	০৬	০১	০৬	-	১৩

৫.৩। ভ্রমণ/পরিদর্শন (দেশে)

ভ্রমণ/পরিদর্শণ (মোট দিনের সংখ্যা)	মহাপরিচালক	পরিচালক	উপ-পরিচালক	সহকারী পরিচালক	মন্তব্য
১১৪ (একশত চৌদ্দ) দিন	৩১	১৬	০২	৬৫	-

৫.৪। অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্যঃ (৩০ জুন ২০২২পর্যন্ত)

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশীটে জবাবের সংখ্যা	নিস্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিস্পন্ন অডিট আপত্তি	
	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল	৫০টি	৫.৭৬	৩০	-	-	৫০টি	৫.৭৬

৫.৫। শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা

প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে (২০২০-২১) মন্ত্রণালয়/ অধিদপ্তর/সংস্থা সমূহে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিস্পত্তিকৃত মামলা সংখ্যা				অনিস্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরিচ্যুতি/বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দন্ড	মোট	
০২	-	-	-	-	০২

৫.৬। সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা

সরকারী সম্পত্তি / স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয় / বিভাগ / আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল	৯৮৪টি	-	৩১৪৯টি	-

৫.৭। ইনহাউজ প্রশিক্ষণ:

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের ১৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে ৫০ জন ঘন্টা ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জামুকা'র কাউন্সিল সভা

৫.৮। তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের ইন্টারনেট সুবিধা আছে কিনা	জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের লেন (LAN) সুবিধা আছে কিনা	জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কিনা	জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
				কর্মকর্তা	কর্মচারী
২০	হ্যাঁ, আছে	আছে	আছে	০৫জন	০৯জন

৫.৯ । মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গেজেটভুক্তি ও গেজেট বাতিলের সুপারিশ প্রেরণ:

মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গেজেটভুক্তির নিমিত্ত জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের ০৪টি সভার সুপারিশ অনুযায়ী ২৮৩ জনকে শহিদ মুক্তিযোদ্ধা, ২৪ জনকে নারী মুক্তিযোদ্ধা (বীরাঙ্গনা), ২৬ জন মুজিবনগর সরকারের কর্মচারী, ১০ জনকে শব্দ সৈনিক, ৫৯ জনকে যুদ্ধাহত, ০৯ জনকে বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালে নিয়োজিত/দায়িত্বপালনকারী, ০১ জনকে বিশ্ব জনমত গঠনে ভূমিকা পালনকারী, ০৭ জনের বিসিএস গেজেটধারী মুক্তিযোদ্ধা এবং ৩৩৭১ জনকে বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধা গেজেটভুক্তির জন্য সুপারিশ করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও ৮৫ জনের বাহিনী গেজেট বাতিল করে বেসামরিক গেজেটভুক্তির সুপারিশ করা হয়। এছাড়াও ১১০ জনের গেজেট, সনদ ও লাল মুক্তিবার্তা বাতিলের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এ কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

৫.১০। জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের মামলা:

জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলকে বিবাদী করে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে মোট ৯৮৪টি রিট মামলা দায়ের হয়েছে। ৯২টি রিট মামলার দফাওয়ারী জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। যে সব মামলায় আদালত সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেছে সেগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে।

৫.১১। মুক্তিযোদ্ধাদের সমিতি ও সংগঠনসমূহ নিবন্ধিকরণ ও বাতিল:

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল কর্তৃক সমিতি / সংগঠনকে নিবন্ধনের কার্যক্রম বন্ধ রাখা হয়েছে। ০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত সময়ে ০১টি সংগঠন / সমিতির নিবন্ধন বাতিল করা হয়েছে।

৫.১২। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বেসামরিক গেজেট যাচাই-বাছাই ও নিয়মিতকরণ:

মুক্তিযোদ্ধাদের বেসামরিক গেজেট যাচাই-বাছাই নির্দেশিকা-২০২০ অনুসরণে উক্ত অর্থ বছরে ৪৮৮টি উপজেলা/মহানগরের বেসামরিক গেজেট নিয়মিতকরণের লক্ষ্যে যাচাই-বাছাই অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা/মহানগর যাচাই-বাছাই কমিটির প্রতিবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ২২২২ জনের বেসামরিক গেজেট নিয়মিতকরণের সুপারিশ করা হয়।

৬.০। জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল সভা:

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল আইন, ২০২২ এর ধারা ৫ অনুযায়ী গঠিত কাউন্সিল এর মোট ০৪ (চার)টি সভা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্য ৪টি সভায় মোট ৩,৩৭১ জন ব্যক্তিকে সাধারণ মুক্তিযোদ্ধা, ৫৯ জন কে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, ২৪ জন কে নারী মুক্তিযোদ্ধা (বীরাঙ্গনা), ১০ জন কে শব্দ সৈনিক, ২৬ জনকে মুজিবনগর সরকারের কর্মচারী, ৯ জন কে চিকিৎসাসেবা প্রদানকারী, ২৮৩ জন শহিদ মুক্তিযোদ্ধা, ৭ জন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সিভিল সার্ভিসে পূর্বে নিয়োগপ্রাপ্ত হিসেবে চিহ্নিত করে গেজেটভুক্ত করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। অর্থাৎ আলোচ্য ৪টি সভায় বিভিন্ন শ্রেণিতে মোট ৩,৭৯০ জনকে নতুন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গেজেটভুক্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে। সভাভিত্তিক পরিসংখ্যান নিম্নের ছকে তুলে ধরা হলো:

সভার নাম	সভার তারিখ	সাধারণ মুক্তিযোদ্ধা	যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা	নারী মুক্তিযোদ্ধা (বীরাঙ্গনা)	শব্দ সৈনিক মুক্তিযোদ্ধা	মুজিবনগর সরকারী কর্মচারী মুক্তিযোদ্ধা	চিকিৎসা সেবা প্রদানকারী মুক্তিযোদ্ধা	শহিদ মুক্তিযোদ্ধা	বিশ্ব জনমত গঠন ভূমিকা পালনকারী মুক্তিযোদ্ধা	মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সিভিল সার্ভিসে পূর্বে নিয়োগপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা	বাহিনী গেজেট বাতিল পূর্বক সাধারণ মুক্তিযোদ্ধা	মোট
৭৬তম সভা	১২/০৮/২০২১	২৭৪	০	০	০	০	০	০	০	০	২৭৪	২৭৪
৭৭তম সভা	০৪/১০/২০২১	৭৪৪	০	০	৮	০	০	২২৯	১	৩	৯৮৫	১০৫৮
৭৮তম সভা	০৮/০২/২০২২	২১৫৩	৩৮	২২		১৮	২	৫৪	০	৪	২২৯১	২৩০৩
৭৯তম সভা	১১/০৪/২০২২	২০০	২১	২	২	৮	৭	০	০	০	২৪০	২৪০
মোট		৩৩৭১	৫৯	২৪	১০	২৬	৯	২৮৩	১	৭	৮৫	৩৭৯০

উপরোক্ত ৪টি সভায় ইতোপুর্বে বিভিন্ন বাহিনীর সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ৮৫ জন মুক্তযোদ্ধার গেজেট পরিবর্তনপূর্বক বেসামরিক গেজেটভুক্তির জন্য এবং ১১০ জনের গেজেট বাতিলের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ প্রেরণ করা হয়েছে, যার সভাভিত্তিক তথ্য নিম্নের ছকে উপস্থাপিত হলো:

সভার নাম	বাহিনী গেজেট বাতিলপূর্বক সাধারণ মুক্তিযোদ্ধা	বাহিনী গেজেট বাতিলপূর্বক সাধারণ মুক্তিযোদ্ধা	বাহিনী গেজেট বাতিলপূর্বক সাধারণ মুক্তিযোদ্ধা
৭৬তম সভা	০	০	০
৭৭তম সভা	৭৩	৭৩	৭৩
৭৮তম সভা	১২	১২	১২
৭৯তম সভা	০	০	০
মোট		৮৫	৮৫

৭.০। এক নজরে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

ক।	বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধাদের গেজেটভুক্তির সুপারিশ		জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল হতে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৩৩৭১ জন সাধারণ মুক্তিযোদ্ধার নাম (বেসামরিক) গেজেটভুক্তির জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ প্রেরণ করেছে।
খ।	অমুক্তিযোদ্ধাদের গেজেট ও সনদ বাতিলের সুপারিশ		জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল হতে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ১১০ জনের গেজেট ও সনদ বাতিলের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ প্রেরণ করেছে।
গ।	নারী মুক্তিযোদ্ধাদের (বীরাঙ্গনা) গেজেটভুক্তির সুপারিশ		জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল হতে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ২৪ জন নারী মুক্তিযোদ্ধা (বীরাঙ্গনা) কে গেজেটভুক্তির জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ প্রেরণ করেছে।
ঘ।	মুজিবনগর সরকারের কর্মচারীদের গেজেটভুক্তির সুপারিশ		জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল হতে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ২৬ জন মুজিবনগর সরকারের কর্মচারীর নাম গেজেটভুক্তির জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ প্রেরণ করেছে।
ঙ।	চিকিৎসেবা সেবা প্রদানকারী মেডিকেল টিমের সদস্যদের গেজেটভুক্তির সুপারিশ		জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল হতে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ০৯ জন বাংলাদেশ হাসপাতাল বিশ্রামগঞ্জ নির্মাণ এবং চিকিৎসাসেবা প্রদানকারী মেডিকেল টিমের সদস্যদের নাম গেজেটভুক্তির জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ প্রেরণ করেছে।
চ।	সাংস্কৃতিক সংগঠনের শব্দ সৈনিকগণের গেজেটভুক্তির সুপারিশ		জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল হতে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ১০ জন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে অংশগ্রহণকারী এবং মুক্তিযুদ্ধকালে গঠিত সাংস্কৃতিক সংগঠনের শব্দ সৈনিকগণের নাম গেজেটভুক্তির জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ প্রেরণ করেছে।
ছ।	শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের গেজেটভুক্তির সুপারিশ		জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল হতে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ২৮৩ জন শহিদ মুক্তিযোদ্ধার নাম গেজেটভুক্তির জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ প্রেরণ করেছে।
জ।	যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের গেজেটভুক্তির সুপারিশ		জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল হতে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৫৯ জন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধার নাম গেজেটভুক্তির জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ প্রেরণ করেছে।
ঝ।	বাহিনী গেজেট বাতিল করে বেসামরিক গেজেটভুক্তির সুপারিশ		জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল হতে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৮৫ জনের বাহিনী গেজেট বাতিল করে বেসামরিক গেজেটভুক্তির জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ প্রেরণ করেছে।
ঞ।	বিশ্বজনমত গঠনে ভূমিকা পালনকারী হিসেবে গেজেটভুক্তির সুপারিশ		জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল হতে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বিশ্বজনমত গঠনে ভূমিকা পালনকারী হিসেবে ০১ জন মুক্তিযোদ্ধার নাম গেজেটভুক্তির জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ প্রেরণ করেছে।
ট।	বিসিএস ক্যাডার ভিত্তিক মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তা হিসেবে গেজেটভুক্তির সুপারিশ		জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল হতে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বিসিএস ক্যাডার ভিত্তিক মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তা হিসেবে ০৭ জনের গেজেটভুক্তির সুপারিশ প্রেরণ করেছে।
ঠ।	সংগঠন/সমিতি নিবন্ধন		বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ২৬৩টি নিবন্ধিত সংগঠনের মাধ্যমে একদিকে যেমন মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনাকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে সঞ্চারিত করা সম্ভব হচ্ছে তেমনি ক্ষুদ্র পুঁজি বিনিয়োগ করে সংগঠনের সদস্যগণ (বীর মুক্তিযোদ্ধা বা তাদের সন্তান-সন্ততি) আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে।
ড।	সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ		জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলে সেবাপ্রত্যাশী/মুক্তিযোদ্ধা বা তার পরিবার/প্রতিনিধিদের সুবিধার্থে সেবার তালিকা ও দায়িত্বরত কর্মকর্তার তালিকা সম্বলিত বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের সেবাপ্রত্যাশী/মুক্তিযোদ্ধা বা তার পরিবার/ প্রতিনিধিগণ তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তির জন্য বিক্ষিপ্তভাবে ঘোরাফেরা না করে বোর্ডের নির্দেশনার আলোকে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কমকর্তাদের সঙ্গে সহজেই যোগাযোগ করে তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। যার ফলে সেবাপ্রত্যাশীদের সময় নষ্ট হয়না এবং দাপ্তরিক কাজের পরিবেশ নষ্ট হয় না।

৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয় শীর্ষক কর্মশালা

দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ক কর্মশালা

৮.০। জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল এর উন্নয়ন প্রকল্প

৮.১। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন প্রকল্প:

মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শ সমুন্নত রেখে বঙ্গবন্ধুর আজন্ম লালিত স্বপ্নের একটি সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের উদ্দেশ্যে জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (জামুকা) "বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। জানুয়ারি ২০২২ হতে জুন ২০২৪ মেয়াদে মোট ২১.৯৫ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্পটি প্রধান প্রধান কার্যক্রম হলো: (ক) ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও পটভূমি এবং বঙ্গবন্ধুর অবদান বিষয়ে ১২টি গবেষণা পরিচালনা (খ) নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণের জন্য ৩৫৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসম্বলিত বই বিতরণ (গ) স্কুলের শিক্ষার্থীদেরকে স্থানীয় পর্যায়ের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধকালীন বীরত্বগাঁথা শুনানো (ঘ) স্কুলের শিক্ষার্থীদেরকে শুনানো স্থানীয় পর্যায়ের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধকালীন বীরত্বগাঁথা ডকুমেন্ট আকারে সংরক্ষণ এবং (ঙ) জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল এর প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন।

অনুমোদিত প্রকল্পটির ইতোমধ্যে একজন প্রকল্প পরিচালক পদায়ন করা হয়েছে এবং একজন অফিস সহকারী যুক্ত কম্পিউটার অপারেটর ও একজন অফিস সহায়ক নিয়োগদান করা হয়েছে। এছাড়া জামুকার একজন কম্পিউটার অপারেটরকে হিসাব রক্ষকের অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অনুমোদন করা হয়েছে। প্রকল্পের অর্থ ছাড়করণের লক্ষ্যে প্রকল্প কোড সংগ্রহ, সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া প্রকল্পের কার্যক্রম শুরুর লক্ষ্যে প্রস্তুতি হিসেবে কম্পিউটার সামগ্রী, আসবাবপত্র ক্রয় ও গাড়ী ভাড়াকরণের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করা হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

১.০ । মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পরিচিতি ও কার্যক্রম

১.১ । প্রতিষ্ঠাকাল : ২২ মার্চ, ১৯৯৬

এনজিও ব্যুরোর নিবন্ধন নং : ১০০৭

১৮৬০-এর সোসাইটি অ্যাক্টের অধীনে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিবন্ধিত

১.২ । প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য

আমেরিকান এসোসিয়েশন অব মিউজিয়ামস

আন্তর্জাতিক আর্কাইভিস্ট কাউন্সিল

প্রতিষ্ঠাতা সদস্য

ইন্টারন্যাশনাল কোয়ালিশন অব সাইট অব কনসিয়েন্স

১.৩ । লক্ষ্য

এই জাদুঘর বিশ্বের মুক্তিকামী জনগণ এবং ধর্ম, জাতিসত্তা ও সার্বভৌমত্বের নামে নৃশংসতার শিকার সকল মানুষের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং এর আদর্শিক ভিত্তিসমূহ অর্জনের জন্য দেশবাসীর ত্যাগ ও বীরত্বের ঘটনাবলী হৃদয়ঙ্গম করতে উৎসাহিত করে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এই ইতিহাসের আলোকে চলমান সামাজিক সমস্যা ও মানবাধিকারের বিষয়-বিবেচনায় সচেষ্ট রয়েছে।

১.৪ । Mission

A Museum dedicated to all freedom loving people and victims of mindless atrocities and destructions committed in the name of religion, ethnicity and sovereignty. The museum encourages reflection upon the sufferings and heroism of the Bangladesh Liberation War and its ideals. Liberation War Museum endeavors to link this with contemporary pressing social problems and humanitarian issues.

২.০ । ২০২১-২২ অর্থ বছরে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের গৃহীত কার্যক্রমের সাফল্য ও অর্জনসমূহ

২.১ জাদুঘর ভবন নির্মাণ:

- ২০০৯ সালে আগারগাঁও সিভিক সেক্টরে সরকার প্রদত্ত ০.৮২ একর জমির রেজিস্ট্রেশন গজেশন গ্রহণ।
- ২০১০ সালের ১১ আগস্ট তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ভবন নির্মাণে সরকারি-বেসরকারি ব্যাংকসমূহ প্রদত্ত অনুদানের অর্থ গ্রহণ।
- ২০১১ সালে ৪ মে তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।
- ২০১৭ সালের ১৬ এপ্রিল তারিখ নবনির্মিত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের দ্বারোদঘাটন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

২.২ । তরুণ প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম :

- আউটরিচ কর্মসূচি : ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৩টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৭৫২ জন ছাত্র-ছাত্রী মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেছে।

- রিচআউট কর্মসূচি : ঢাকা মহানগরীর বাইরে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৪৯টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৯৮,২৭৯ জন ছাত্র-ছাত্রী ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রদর্শনী প্রত্যক্ষ করে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করেছে।

২.৩ । মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর দর্শনার্থীর সংখ্যা :

২০২১-২২ অর্থবছরে ৫৮,৬০৪ জন দর্শনার্থী জাদুঘর পরিদর্শন করেছে।

২.৪। জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ পরিদর্শিত ব্যক্তি :

২০২১-২২ অর্থবছরে মিরপুরস্থ জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ পরিদর্শন করেছেন ২৮,৮০৪ জন দর্শনার্থী।

২.৫। মুক্তিযুদ্ধের স্মারক সংগ্রহ :

২০২১-২২ অর্থবছরে প্রায় ২৪৫টি স্মারক সংগ্রহ করা হয়েছে।

২.৬। মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শীভাষ্য সংগ্রহ :

এ পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের দ্বারা ৫২,৪৪৩টি মুক্তিযুদ্ধের মৌখিকভাষ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

২.৭। নেটওয়ার্ক শিক্ষক সম্মিলনী আয়োজন :

২০২১-২২ অর্থবছরে ২টি জেলা ও বিভাগীয় নেটওয়ার্ক শিক্ষক সম্মিলনীর আয়োজন করা হয়। উক্ত সম্মিলনী গুলোতে প্রায় ১৪০ জন নেটওয়ার্ক শিক্ষক অংশগ্রহণ করেছেন।

২.৮। মুক্তির উৎসব আয়োজন :

২০২১-২২ অর্থবছরে ১টি মুক্তির উৎসব আয়োজন করা হয়। এ উৎসবে ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় ৮০০০ ছাত্র-ছাত্রী অংশ গ্রহণ করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার শপথ নিয়েছে।

২.৯। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কর্মশালা আয়োজন :

২০২১-২২ অর্থবছরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ১১টি সেমিনার/কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীভাষ্য সংকলন প্রকাশ :

২০২১-২২ অর্থবছরে ১টি প্রত্যক্ষদর্শীভাষ্য সংকলন দশম পর্ব প্রকাশ করা হয়।

২.১০। সংগ্রাহক তালিকা প্রকাশ :

২০২১-২২ অর্থবছরে ১টি (৩৩তম) সংগ্রাহক তালিকা প্রকাশ করা হয়।

২.১১। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশনা :

২০২১-২২ অর্থবছরে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছে ৪টি।

২.১২। উইন্টার স্কুল পরিচালনা :

২০২১-২২ অর্থবছরে ১টি উইন্টার স্কুল পরিচালনা সম্পন্ন হয়েছে।

২.১৩। জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস বিষয়ক সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালনা :

২০২১-২২ অর্থবছরে ১টি জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস বিষয়ক সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালনা সম্পন্ন হয়েছে।

২.১৪। মুক্তি ও মানবাধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক প্রামাণ্যচিত্র উৎসব আয়োজন :

২০২১-২২ অর্থবছরে ১টি মুক্তি ও মানবাধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক প্রামাণ্যচিত্র উৎসব আয়োজন করা হয়।

২.১৫। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ :

২০২১-২২ অর্থবছরে ২টি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করা হয়েছে।

৩.০। তরুণ প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ শীর্ষক শিক্ষা কার্যক্রম:

৩.১। আউটরিচ কর্মসূচি :

তরুণ প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ শীর্ষক শিক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্রছাত্রীদের বাসযোগে নিয়ে এসে জাদুঘর পরিদর্শন করানো হয়। শিক্ষার্থীদের শুরুতেই মুক্তিযুদ্ধের উপর নির্মিত ২২ মিনিটের একটি প্রামাণ্যচিত্র 'বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস' দেখানো হয়। এরপর তারা জাদুঘর গ্যালারি পরিদর্শনের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বিশদভাবে জানতে পারে। গ্যালারি গাইড শিক্ষার্থীদের প্রতিটি স্মারক সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেন। গ্যালারি পরিদর্শন শেষে শিক্ষার্থীরা মুক্তিযুদ্ধের উপর একটি কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে এবং ১ম-৩য় স্থান নির্ধারণের মাধ্যমে তাদের মুক্তিযুদ্ধের বই পুরস্কার দেয়া হয়। জাদুঘরের একজন কর্মকর্তা সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান ও প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য আহ্বানের মাধ্যমে কর্মসূচি সমাপ্ত করেন।

২০২১-২২ অর্থবছরে ১৩টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৭৫২ জন ছাত্র-ছাত্রীকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করানো হয়েছে।

গ্যালারিতে স্মারক দেখছে ভারতেশ্বরী হোমসের শিক্ষার্থীরা

গ্যালারিতে স্মারক দেখছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা

৩.২। রিচআউট কর্মসূচি:

নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ শীর্ষক শিক্ষাকর্মসূচির মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর বাইরে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের নিয়ে এ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বাসের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস তুলে ধরার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত করার কাজটি সফলভাবেই করে যাচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। এই কর্মসূচিতে থাকে প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন, ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর প্রদর্শন, শান্তি-সম্প্রীতি ও মানবাধিকার বিষয়ক চিত্রমালা প্রদর্শন। ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় কর্মসূচি পালন শেষ করে ২য় আবর্তনে নতুন নতুন ইউনিয়ন ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মসূচি শুরু করেছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৪৯টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৯৮,২৭৯ জন শিক্ষার্থী ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রদর্শন করে।

টাঙ্গাইলের সন্তোষ জাহ্নবী উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রদর্শিত হয় ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর

৪.০। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর দর্শনার্থী :

প্রতিদিনই নানা বয়সী দেশি-বিদেশি সাধারণ দর্শনার্থী জাদুঘর পরিদর্শনে আসেন। সাধারণ দর্শনার্থী ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে ভিআইপি, ভিভিআইপি ব্যক্তিগণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করতে আসেন। বিভিন্ন দেশ থেকে আসা রাষ্ট্রীয় অতিথি, রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধান, রাষ্ট্রদূত, সেনা-নৌ ও বিমান বাহিনীর প্রধান, জাতিসংঘের প্রতিনিধিগণ বিভিন্ন সময়ে জাদুঘর পরিদর্শন করে থাকেন। দর্শনার্থীরা জাদুঘর গ্যালারি পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে শুরু করে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন, সাতচল্লিশের দেশভাগ, বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, ছয় দফা, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন, পঁচিশ মার্চের গণহত্যা, একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বাঙালির বিজয় সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা লাভ করে থাকেন, যা দর্শনার্থীদের লেখা মন্তব্য থেকে স্পষ্টতই জানা যায়। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৫৮,৬০৪ জন দর্শনার্থী জাদুঘর পরিদর্শন করেছে। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম এবং বিদেশী পর্যটকরা বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।

গ্যালারিতে স্মারক পরিদর্শন করছে শিক্ষার্থীরা

১৯৯৯ সালের ১৬ নভেম্বর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের তত্ত্বাবধানে ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেড, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় মুসলিম বাজার বধ্যভূমি ও জল্লাদখানা বধ্যভূমি থেকে ৭০টি মাথার খুলি, ৫,৩৯২টি অন্যান্য অস্থি উদ্ধার করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীর তথ্য অনুযায়ী ১৯৭৩ সালে ৩ ট্রাক শহীদের দেহাবশেষ সরকারি উদ্যোগে তুলে সেগুলো সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে সমাহিত করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের তত্ত্বাবধানে এখানে শিক্ষার্থী ও শহিদ পরিবারের সদস্যদের নিয়ে নিয়মিত স্মৃতিচারণমূলক অনুষ্ঠান, স্বাধীনতা ও বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান, মিরপুর মুক্ত দিবস, শহিদদের জন্য দোয়া মাহফিলসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়ে থাকে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ২৮,৮০৪ জন দর্শনার্থী মিরপুরস্থ জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ পরিদর্শন করেছেন। তাদের মধ্যে শিক্ষার্থী, দেশি-বিদেশি পর্যটকসহ সর্বস্তরের সব বয়সী মানুষ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

মিরপুর জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ-এ দর্শনার্থী

৫.০। মুক্তিযুদ্ধের স্মারক সংগ্রহ:

স্বাধীনতার ২৫ বছর পরেও সরকারি বেসরকারিভাবে মুক্তিযুদ্ধের স্মারক সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এমতাবস্থায় ১৯৯৬ সালে ৮ জন বিশিষ্ট নাগরিক মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে একান্ত ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়ে তোলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। ট্রাস্টিগণ প্রথমে ব্যক্তিগতভাবে নিজেরাই মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে স্মারক সংগ্রহ করেন। একটা সময়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষের কাছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে স্মারক জমা দেয়ার আহ্বান জানানো হয়। আহ্বানে সাড়া দিয়ে মানুষ যক্ষের ধনের মতো আগলে রাখা স্মারকগুলো তুলে দেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে। এই স্মারক সংগ্রহের কাজটি এখনো চলছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে শতাধিক স্মারক সংগ্রহ করা হয়েছে।

৬.০। মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শীভাষ্য সংগ্রহ :

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের শিক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে প্রত্যক্ষদর্শী-ভাষ্য আহ্বান করা হয়। শিক্ষার্থীরা, মুক্তিযুদ্ধ করেছেন বা দেখেছেন এমন মানুষকে খুঁজে বের করে তার কাছ থেকে যুদ্ধকালীন সময়ে তাঁর জীবনে বা চোখের সামনে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনার ভাষ্য শুনে তা লিখে নেটওয়ার্ক শিক্ষকের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে জমা দেয়। শিক্ষার্থীদের পাঠানো প্রতিটি ভাষ্যই এক একটি স্মারক। ২০২১-২২ অর্থবছরে ১১৯টি মুক্তিযুদ্ধের মৌখিক ভাষ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট ৫১,৯২৭টি মুক্তিযুদ্ধের স্থানীয় মৌখিকভাষ্য সংগ্রহ করা হয় যা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সংগ্রহশালায় সংরক্ষণ করা আছে।

৭.০। নেটওয়ার্ক শিক্ষক সম্মিলনী আয়োজন :

নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ প্রকল্প' এবং ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী ভাষ্য সংগ্রহে নেটওয়ার্ক শিক্ষকগণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। ভ্রাম্যমাণ কর্মসূচি বাস্তবায়নকালে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকেই অন্তত দুইজন নেটওয়ার্ক শিক্ষক নির্বাচন করা হয়। তারা কর্মসূচি বাস্তবায়ন, ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা প্রত্যক্ষদর্শী ভাষ্য সংগ্রহ এবং তা জাদুঘরে প্রেরণ করেন। নেটওয়ার্ক শিক্ষকগণ জাদুঘরের সাথে যুক্ত থেকে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে থাকেন। বিভিন্ন সময় জেলা ও বিভাগীয় নেটওয়ার্ক শিক্ষক সম্মিলনীর মাধ্যমে প্রত্যক্ষদর্শী ভাষ্য সংগ্রহ ও নতুন প্রজন্মের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশে মাঠ পর্যায়ে তাঁদের অভিজ্ঞতা, প্রতিবন্ধকতা নিয়ে আলোচনা করা হয়। সেই সাথে এই কর্মসূচিকে কীভাবে আরো বেগবান করা যায় সেই বিষয়ে তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ নেয়া হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে ২টি জেলা ও বিভাগীয় নেটওয়ার্ক শিক্ষক সম্মিলনীর আয়োজন করা হয়। উক্ত সম্মিলনগুলোতে প্রায় ১০০ জন নেটওয়ার্ক শিক্ষক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছেন। নেটওয়ার্ক শিক্ষকরা মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শীভাষ্য সংগ্রহ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন।

৮.০। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কর্মশালা :

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতি বছরই বিভিন্ন সময়ে স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিভিন্ন রকম সার্টিফিকেট কোর্সের আয়োজন করে থাকে। এসব কোর্সের মধ্যে 'জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস', উইন্টার স্কুল, ডকুফিল্ম নির্মাণ বিষয়ক কর্মশালা, গবেষণা পদ্ধতি বিষয়ক কর্মশালা, রিসার্চ ফেলোশিপ উল্লেখযোগ্য। ২০২১-২২ অর্থবছরে ১১টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

৯.০। সংগ্রাহক তালিকা প্রকাশ :

ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের শিক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে বিভিন্ন জেলার কর্মসূচিভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের পাঠানো প্রতিটি ভাষ্যের সংগ্রহকারী ও বর্ণনাকারীর নাম-ঠিকানা সম্বলিত সংগ্রাহক তালিকা প্রকাশ করা হয়। প্রকাশিত তালিকাগুলো শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণের জন্য স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩৩তম সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছে।

১০.০। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ:

নতুন প্রজন্মের কাছে প্রামাণ্যচিত্রের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশ ও বিশ্বের মানুষের কাছে পাকবাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশের নৃশংস গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহ ইতিহাস তুলে ধরার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রযোজনায় বিভিন্ন সময় তরুণ নির্মাতাদের দ্বারা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ডকুমেন্টারি ফিল্ম নির্মাণ করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে ২টি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করা হয়েছে, বিপ্লব সরকার পরিচালিত 'বিস্মৃতজন' এবং মিজানুর রহমান পরিচালিত 'দি প্রাইজ অব ল্যান্ড।'

১১.০। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন :

১১.১ আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস উদযাপন :

প্রতিবছর ১৮ মে বিশ্বব্যাপী পালিত হয় আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস। প্রতিবছর এই দিনে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে উপস্থিত থাকেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এবার ১৮ মে ২০২২ পালিত হয় আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস।

১১.২ হিরোশিমা দিবস :

১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট জাপানের হিরোশিমা শহরে পারমাণবিক বোমাবর্ষণে অযুত মানুষের প্রাণনাশ ঘটে এবং পরবর্তীকালে পারমাণবিক বিকিরণে আরো অনেকের সঙ্গে কিশোরী সাদাকো সাসাকিরও জীবনাবসান হয়। সাদাকো স্মরণে কাগজ কেটে সাদা সারস বানিয়ে বিশ্বব্যাপী কিশোর-কিশোরীরা শান্তির স্বপক্ষে হিরোশিমা দিবস পালন করে। প্রতি বছর ৬ আগস্ট মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর হিরোশিমা দিবস পালন করে থাকে। দিবসটি উপলক্ষে প্রতি বছরই শান্তির প্রতীক সাদা সারস তৈরি করে জাদুঘর-অঙ্গন সজ্জিতকরণ এবং হিরোশিমা শান্তি জাদুঘরের সৌজন্যে প্রাপ্ত পোস্টার প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। 'হিরোশিমা দিবস' স্মরণে জাদুঘর মিলনায়তনে আলোচনা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরের ৬ আগস্ট ২০২১ অনলাইনে বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হয় হিরোশিমা দিবস।

১১.৩ আন্তর্জাতিক গণহত্যা স্মরণ ও প্রতিরোধ দিবস :

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ৯ ডিসেম্বর গণহত্যা স্মরণ ও প্রতিরোধের আন্তর্জাতিক দিবস ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিবছর দিনটি পালন করে আসছে। দিবসটি উপলক্ষে জাদুঘর মিলনায়তনে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ৯ ডিসেম্বর ২০২১ পালিত হয় আন্তর্জাতিক গণহত্যা স্মরণ ও প্রতিরোধ দিবস।

১১.৪। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহিদ দিবস :

২১শে ফেব্রুয়ারি ২০২২, শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে 'মায়ের ভাষায় প্রাণের উচ্চারণ' শীর্ষক অনুষ্ঠানে আলোচনা, দেশের বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর ভাষায় কবিতা পাঠ ও নৃত্য পরিবেশিত হয়।

১১.৫। মুক্তি ও মানবাধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক প্রামাণ্যচিত্র উৎসব আয়োজন :

যুদ্ধ, গণহত্যা, মুক্তি ও মানবাধিকার নিয়ে নির্মিত দেশি-বিদেশি প্রামাণ্যচিত্র থেকে বাছাইকৃত প্রামাণ্যচিত্র নিয়ে আয়োজন করা হয় আন্তর্জাতিক প্রামাণ্যচিত্র উৎসব। ২০২১-২২ অর্থবছরে মুক্তি ও মানবাধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক প্রামাণ্যচিত্র উৎসব আয়োজিত হয়। এই উৎসবে অংশগ্রহণ করেন দেশি-বিদেশি চলচ্চিত্র নির্মাতা, তরুণ-তরুণী ও সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ।

১১.৬। সুফিয়া কামাল, জাহানারা ইমাম স্মরণ : ২৬ জুন ২০২১

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিষ্ঠায় প্রেরণাদায়ী দুই মহিয়সী নারী জননী সাহসিকা সুফিয়া কামাল ও শহিদ জননী জাহানারা ইমাম স্মরণে প্রতিবারের মতো এবারও অনলাইনে স্মরণানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

১১.৭। স্মরণসভা ও শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান :

তাজউদ্দীন আহমদ শ্রদ্ধাঞ্জলি : ২৩ জুলাই ২০২১ মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সেমিনার হলে আলোচনা ও তাঁর চিঠি এবং দিনপঞ্জি থেকে পাঠের আয়োজন করা হয়।

১১.৮। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর শাহাদাৎ বার্ষিকী শ্রদ্ধাঞ্জলি (জাতীয় শোক দিবস) :

১৫ আগস্ট ২০২১ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাৎবার্ষিকী উপলক্ষে জাদুঘর মিলনায়তনে স্মরণসভার আয়োজন করে থাকে। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে পুরো আগস্ট মাস জুড়ে জাদুঘর আয়োজিত নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে অনলাইনে বিশেষ প্রদর্শনী 'বঙ্গবন্ধুর জীবনে সুর ও ছন্দের ঝঙ্কার', 'মৃত্যুঞ্জয়ী বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক আলোচনা এবং 'আগস্টের বিষণ্ণ বিকেল' ও 'শ্রাবণের পঙক্তিমালা' শীর্ষক আবৃত্তি-অনুষ্ঠান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১১.৯। বিজয় দিবস ২০২১ উদযাপন :

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ৯-১৬ ডিসেম্বর ৮ দিনব্যাপী আয়োজন করে বিজয় উৎসব। ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ সকালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অঙ্গনে বিজয় দিবস উপলক্ষে জাতীয় সংগীত পরিবেশন এবং পতাকা উত্তোলন করা হয়। এতে অংশগ্রহণ করে জল্লাদখানা বধ্যভূমির সন্তানদল।

১১.১০। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের রজতজয়ন্তী :

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ২৬তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী উৎসব আয়োজন করে। প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও স্বাধীনতা উৎসবে স্মারকবক্তৃতা প্রদান করেন অর্থনীতিবিদ বিনায়ক সেন, ২২ মার্চ ২০২২

১১.১১। ৭ মার্চ : আলোচনা ও প্রকাশনা অনুষ্ঠান :

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজন করে বিশেষ আলোচনা ও প্রকাশনা অনুষ্ঠান। কোরিয়ার ইউনেস্কোর ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ডকুমেন্টারি হেরিটেজ প্রকাশ করে 'মেমোরি অব দ্যা ওয়ার্ল্ড লিস্ট উইথ কালার।' এতে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের নতুন দিক উন্মোচিত হয়েছে। গ্রন্থটি নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে আয়োজিত হয় আলোচনা ও প্রকাশনা অনুষ্ঠান। এতে অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশস্থ ইউনেস্কোর প্রতিনিধি মিজ বিয়াট্রিস কালদুন এবং সাবেক মুখ্যসচিব ও সমন্বয়ক এসডিজি মো. আবুল কালাম আজাদ।

১২.০। সহজে চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্মশালা :

২০২১-২২ অর্থবছরে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেমিনার রুমে 'মোবাইল ফোনে এক মিনিটের সিনেমা বানাও, মুক্তিযুদ্ধের কথা শোনাও' স্লোগান নিয়ে পরিচালিত হয় সহজে চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্মশালা । এতে শিক্ষার্থীরা ৮-৯ মার্চ ২০২১ দুইদিন হাতে কলমে মোবাইলে মুক্তিযুদ্ধের সিনেমা বানানোর কৌশল আয়ত্ত করে।

সহজে চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্মশালায় শিক্ষার্থীরা গ্রুপ ওয়ার্ক করছে, ৮-৯ মার্চ ২০২১

১৩.০ । মুক্তির উৎসব ২০২২ :

বিগত বছরে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আউটরিচ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে ১৮ মার্চ ২০২২ আয়োজিত ২০তম মুক্তির উৎসবে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক এমপি।

শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক, ১৮ মার্চ ২০২২

১৪.০ । জাতীয় গণহত্যা দিবস :

২০১৭ সাল থেকে ২৫ মার্চকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক 'জাতীয় গণহত্যা দিবস' ঘোষণার করা হয়। সেই থেকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতি বছর ২৫ মার্চ 'জাতীয় গণহত্যা' দিবস হিসেবে পালন করে আসছে। এই দিন সন্ধ্যায় জাদুঘর আঙিনায় তরুণ-নবীন ও প্রবীণ প্রজন্ম একসাথে মোমবাতি প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের স্মরণ করে থাকে। ২৫ মার্চ ২০২২ সন্ধ্যায় মোমবাতি প্রজ্বলনের মাধ্যমে শহিদদের স্মরণ করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর।

মোমবাতি প্রজ্বলন, ২৫ মার্চ ২০২২